প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ সাল

প্রকাশক
শ্রীদীপক দত্ত
ডি, জি, পাবলিশার্স
১১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
কলিকাতা-৬

চার টাকা

উৎসর্গ

আধুনিক বাংলা নাটকের শীর্ষশোভা

নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়—

বন্ধুবরেষু

নাটকের পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষ চরিত্র

জগদীশ	—রিটায়ার্ড এনজিনিয়ার
ভূষণ	—তাঁর মেজ ভাই
কনিষ্ঠ	—তাঁর ছোট ভাই
রতন	—জগদীশের পুরাতন ভৃত্য
মোহন ফাগু	—ভূষণের ভৃত্য
সুরেন্দ	—জনৈক দালাল
তীর	—ভূষণের বিপক্ষ দলের লোক, কনিষ্ঠের বন্ধু
ডাঃ গুপ্ত	—রিটায়ার্ড ডাক্তার
ডাঃ ঘোষ	—জনৈক ডাক্তার, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ
নীলকান্ত	—'পথ' পত্রিকার সম্পাদক
বিনয় মিত্র জগন্নাথ বিশ্বাস দুলাল চৌবে সৌরেন গাঙ্গুলী	ভূষণের দলের লোক
নিবারণ বাবু যতীন বাবু যোগেন বাবু ডাক্তার বোস ভূধর বাবু	তীরের দলের লোক

অবনীশ—জনৈক বিদ্বান বিদ্রোহী ব্যক্তি।
সন্ত্রাসবাদী

ঘোষ সাহেব —একজন ধনী ব্যবসাদার

ভৈরব বাবা —একজন সন্ন্যাসী

ব্রজেনবাবুর লোক, দীনু ময়রার লোক

কয়েকজন ক্যানভাসার

দুজন পিওন

দুজন দারোগা

দুজন কনস্টেবল

একটি ছেলে···(জগদীশের ভক্ত)

কয়েকজন প্রতিবেশী

স্ত্রী-চরিত্র

মালতী—জগদীশের স্ত্রী

ধারা—জগদীশের কন্যা (পালিতা)

কুন্তী—অবনীশের স্ত্রী

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ধারা চরিত্রটি বরাবরই নেপথ্যে থাকবে।

আসন্ন

প্রথম অঙ্ক

[জগদীশের বাড়ির সম্মুখভাগ। সামনে বড় পাকা উঠান। উঠানের পিছনে বামে ও দক্ষিণে উঁচু উঁচু ঘর। প্রত্যেক ঘরেই আলাদা প্রবেশ-দ্বার। প্রত্যেক ঘরে জানলাও আছে। জানলাগুলি উঠানের দিকেই খোলা। প্রত্যেক ঘরের সামনে চওড়া বারান্দা। মাঝখানের বারান্দায় একটি টেবিল রয়েছে। দক্ষিণ ও পিছন দিকের বারান্দায় দ্বারের উপর কয়েক সার বিজলী বাতি সাজানো। একটি তক্তায় ছোট ছোট বালব দিয়ে 'বন্দেমাতরম' লিখে সেটিও মাঝখানের দরজার উপর টাঙানো হয়েছে। জগদীশ সেগুলি দেখছেন। তাঁর ভৃত্য রতনও পাশে দাঁড়িয়ে আছে।]

জগদীশ বাঃ বেশ চমৎকার হয়েছে। এইবার কানেক্শানটা করতে হবে।

রতন। একজন মিস্ত্রিকে খবর দিয়েছি।

জগদীশ মিস্ত্রির দরকার কি, আমিই করে' দেব। মিস্ত্রিকে তুই মানা করে' দিয়ে আয়।

[রতনের প্রস্থান]

দীপক রাগ আলাপ করবার আমার ক্ষমতা নেই। বিদ্যুতের আলো দিয়েই অভ্যর্থনা করব। পূজার লগ্ন আসন্ন হয়ে আসছে।

[কপাট খুলে জগদীশের স্ত্রী মালতী প্রবেশ করলেন। প্রৌঢ়া। দেখলেই মনে হয় এককালে রূপসী ছিলেন। পরণে টকটকে লালপাড় শাড়ি। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। হাতে শাঁখা। গলায় একটি সরু হার। আভরণের স্বল্পতা কিন্তু তাঁর মহিমময়ী মূর্তিকে খাটো করতে পারে নি।]

মালতী ॥ চল, খাবে চল। লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

জগদীশ ॥ বলেছি তো লুচি আমি আর খাব না।

মালতী ॥ কি যে ছেলেমানুষি কর।

জগদীশ ॥ বলেছি তো লুচি যদি সকলের জন্য কর তাহলে আমি খাব। সকলের জন্য করেছ কি?

মালতী ॥ আমার তো আজ উপোষ। তাছাড়া আমার লুচি ভালোও লাগে না। ধীরা, কনিষ্ঠ হাতে-গড়া রুটি ভালবাসে। রতন মুড়ি খেতে চায়।

জগদীশ ॥ আমিও তাহলে রুটি কিম্বা মুড়ি খাব। লুচি খাব না।

মালতী ॥ কিন্তু চিরকালই তো তুমি চায়ের সঙ্গে ফুলকো লুচি খেয়েছ। কি যে বলছ অবুঝের মতো।

জগদীশ ॥ [ঈষৎ উচ্চস্বরে] চিরকাল যা করেছি এখন তা করতে পারছি না। চিরকাল সকলের সঙ্গে লুচি খেয়েছি। এখন তোমরা কেউ রুটি খাবে কেউ মুড়ি খাবে, আর আমি একা লুচি খাব তা পারব না। আমার সংসারে সবাই একরকম খাবে। এখন পয়সা নেই, সবাই মুড়ি খাব তাতে লজ্জার কিছু নেই। একা একা লুচি খেলেই লজ্জার কারণ ঘটবে।

মালতী ॥ পয়সা নেই তো এতগুলো বিজলী বাতি কিনে পয়সার অপব্যয় করছ কেন?

জগদীশ ॥ অপব্যয় নয়। পূজোর আয়োজন। চিন্ময়ী মহাকালী আসছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করতে হবে। দীপক রাগ আলাপ করে' তাঁকে অভ্যর্থনা করা উচিত। কিন্তু আমি গান গাইতে পারি না, তাই বিদ্যুতের আলো জেলে তাঁকে অভ্যর্থনা করব। পয়সা থাকলে আমি বিদ্যুতের মশাল জ্বালাতাম। কিন্তু অত পয়সা নেই আমার। খোকনের কোনও খবর পাচ্ছি না। সে যদি থাকত—

মালতী ॥ খোকন কাল পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছে।

জগদীশ ॥ [সবিস্ময়ে] খোকন ? অমি ? টাকা পাঠিয়েছে ? পিওন তো আসে নি কাল থেকে ;

মালতী ॥ মনি অর্ডারে পাঠায় নি। লোকের হাতে পাঠিয়েছে।

জগদীশ ॥ কোন্ লোক, কোথায় সে ?

মালতী ॥ সে নিজের পরিচয় দিতে চায় না। দিয়েই চলে' গেছে।

জগদীশ ॥ আমাকে তুমি ডাকলে না ?

মালতী ॥ আমিও তো তাকে দেখি নি। হঠাৎ কাল দুপুরে দেখলাম বাইরের ঘরে জানলার নীচে আমার ঠিকানা-লেখা একটা চিঠি পড়ে' আছে। খুলে দেখি তাতে পাঁচটা একশ' টাকার নোট রয়েছে আর ছোট্ট একখানা চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে আপনার ছেলে অমিতাভ এই টাকা পাঠিয়েছে। খবরটা গোপন রাখবেন। অমিতাভর বাবাও যেন না জানতে পারেন। অমিতাভ বলেছে তাঁকে অকারণে উত্তেজিত করে' লাভ নেই। চিঠির নীচে কোনও নাম ছিল না। কাল তোমাকে বলি নি কিন্তু আজ আর চেপে রাখতে পারলাম না। তুমি কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। সে ঠিক ফিরে আসবে আবার। আমি মায়ের কাছে মানত করেছি সে যদি ফিরে আসে আমি বুক চিরে রক্ত দেব। চল, খাবে চল—

[জগদীশ হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর উল্লসিত হয়ে উঠলেন।]

জগদীশ ॥ তবে শুধু আমার জন্যে কেন, সকলের জন্যে লুচি কর। সকলের জন্য—

[হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে গেলেন আবার।]

সব ঠিক হয়ে যাবে না বড় বউ, সে আর ফিরবে না। পুলিশ যার পিছনে লেগেছে তার আর ভরসা নেই।

মালতী ॥ অমির পিছনে পুলিশ লেগেছে ? কে বললে তোমাকে ?

জগদীশ ॥ নীলকান্ত। সে শুনেছে মিস্টার গুপ্তর কাছে। তিনি বাজে কথা কইবার লোক নন।

মালতী ॥ অমির মতো ভালো ছেলের পিছনে পুলিশ লাগবে কেন?

জগদীশ ॥ সে সত্যিকার ভালো ছেলে, এইটেই তার মস্ত অপরাধ। এদেশে সত্যিকারের ভালো আদর্শবাদী ছেলের সমাজে স্থান নেই। স্থান আছে ভণ্ডদের।

মালতী ॥ কিন্তু সে তো কোন দোষ করে নি।

জগদীশ ॥ দোষ আছে বইকি। সে কারো খোসামোদ করতে পারে না এইটেই তো মহাদোষ। ওই যে প্রিন্সিপ্যালটা ছেলেদের খাওয়ার টাকা থেকে চুরি করছিল অমিই তার প্রথম প্রতিবাদ করে। দাতব্য হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা যে টাকা না পেলে গরীবদের চিকিৎসা করে না এ কথা অমিই লিখেছিল কাগজে। মন্ত্রীদের বন্ধু ওই জুয়াচোর ব্যবসাদার যে ময়দায় তেঁতুল বিচির গুঁড়ো মেশাচ্ছিল তারও প্রতিবাদ করেছিল ওই অমি। এখানে পরীক্ষকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে ঘুষ দিয়ে ছেলেরা কোশ্চেন আগে থাকতে জেনে নেয়, খাতা বদলে দিয়ে বেশী নম্বর পায়, অনেক সময় ফার্স্টও হয়—এর প্রতিবাদও করেছিল ওই অমি। একটা বি. ভি. ও.-র চুরি সে হাতে-নাতে ধরেছিল, স্টেশনের মালবাবুরা দুহাতে চুরি করে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। তার অপরাধ অনেক, তার স্পর্ধা আকাশচুম্বী। তাকে এরা জেলে পুরবেই। চোরের দেশে ভদ্রলোক টিকতে পারে না। হয় তাকে মেরে ফেলবে, না হয় জেলে পুরবে।

মালতী ॥ বল কি! নির্দোষ লোককে জেলে পুরবে? আইন বলে' কিছু নেই?

জগদীশ ॥ আইন আছে বইকি। যে আইনের বলে ইংরেজরা এককালে দেশের হীরের টুকরো ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে পুরে রাখত সে আইন এখনও আছে। তার নামটা বদলেছে শুধু।

[ভূষণের দুজন চাকর—মোহন ও ফাগু বড় বড় দুটি ঝুড়ি নিয়ে প্রবেশ করল।]

মালতী॥ এসব কি মোহন ?

মোহন॥ খাবার আছে। সিঙাড়া, কচুরি, আলুর দম, সন্দেশ।

ফাগু॥ একটু পরেই যে এখানে মীটিং বসবে।

মালতী॥ ও!

[মোহন ও ফাগু বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ভিতরে চলে' গেল।]

জগদীশ॥ ভূষণ শুনছি আবার ইলেক্‌শনে দাঁড়াচ্ছে। তারই মীটিং বোধহয়। ভালই করছে। বাঁচবার ওই এখন রাস্তা। আগে লোকে ইংরেজদের খোসামোদ করত এখন ভোটারদের করে।

মালতী॥ বাড়িতে এত খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছে কিন্তু আমাদের তো জানায় নি।

জগদীশ॥ আমরা তো ওর ক্যানভাসার নই।

[জগদীশের বৈমাত্রেয় ছোট ভাই কনিষ্ঠের প্রবেশ। কনিষ্ঠ বাড়ির দক্ষিণ দিকের মালিক।]

মালতী॥ এই যে ইনিও এতক্ষণে বেড়িয়ে ফিরলেন। না খেয়ে কোথায় বেরিয়েছিলি ?

কনিষ্ঠ॥ [হেসে] আজ আপিসের ছুটি যে বৌদি। তাই নীলুদার বাড়ি গিয়েছিলাম।

মালতী॥ তীর ফিরে এসেছে ?

কনিষ্ঠ॥ এসেছে। তার খোঁজেই গিয়েছিলাম। তার কাছে আমার একটা বই ছিল [দেয়ালে টাঙানো বাল্‌বের সারি দেখে] বাঃ, চমৎকার হয়েছে। মাঝখানে ওটা কি দাদা ?

জগদীশ॥ বন্দেমাতরম্‌।

কনিষ্ঠ॥ এসব কেন করছ দাদা ? কালীপুজো তো হয়ে গেছে—

জগদীশ ॥ অন্ধকাররূপিণী আর এক কালী শীঘ্রই আসবেন। তাঁকে আলো জ্বেলে অভ্যর্থনা করব আমি।

কনিষ্ঠ ॥ কবে হবে সেটা?

জগদীশ ॥ আর বেশী দেরি নেই।

মালতী ॥ চল, চল খাবে চল। সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

[জগদীশ, মালতী ও কনিষ্ঠ ভিতরের দিকে চলে গেলেন। রতন বাইরে থেকে এল।]

রতন ॥ আলো টাঙানো তো হয়ে গেল, এইবার টেবিলটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিই।

[টেবিল ঢোকাতে যাচ্ছিল এমন সময় সুরেনের প্রবেশ। ভদ্রলোকের আঁটসাঁট গড়ন। পরণের কোট-প্যাণ্টও আঁটসাঁট। দেখলেই মনে হয় চতুর লোক। তিনি রতনের দিকে চকিতে একবার চাইলেন, তারপর বাঁ দিকের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। রতন তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। সুরেন বাঁ দিকের কপাটে একটি আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে তিনবার টোকা দিলেন। কপাট খুলল না।]

রতন ॥ কাকে খুঁজছেন আপনি?

সুরেন ॥ ভূষণবাবু কি বাড়িতে আছেন?

রতন। ঠিক জানি না। ছোটবাবুকে সকাল থেকে দেখি নি।

সুরেন ॥ তুমি কি এখন এইখানেই থাকবে, না ভিতরে যাবে?

রতন ॥ এই টেবিলটা নিয়ে ভিতরে রেখে আসব। কেন বলুন তো?

সুরেন ॥ না, কিছু না, এমনিই জিগ্যেস করলুম। যাও টেবিলটা ভিতরে নিয়ে যাও। জগদীশ বাবু ক্রমাগত বিজলী বাতি লাগিয়ে যাচ্ছেন কেন বলতো। হরিশের দোকানের সব বাল্‌বগুলো কিনেচেন শুনলাম, বাড়িতে বিয়ে-টিয়ে না কি?

রতন ॥ তা তো শুনি নি।

সুরেন ॥ শুনলুম জগদীশ বাবু নিজেই সব আলো লাগিয়েছেন নিজে হাতে।

রতন ॥ হ্যাঁ, এই টেবিলের উপর চড়ে নিজেই সব করেছেন। বড় ইনজিনিয়ার তো।

[ভিতর থেকে ধারার ডাক শোনা গেল—রতন—রতন।]

রতন ॥ এই যে যাই। [সুরেনকে] বড় বাবুকে খবর দেব ?

সুরেন ॥ না। ভূষণবাবুর সঙ্গেই দরকার আছে একটু।

[রতন চলে গেল। সুরেন দ্বারে আবার তিনবার টোকা দিলেন। তারপর নিজের হাতঘড়িটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন। এবার কপাট খুলল। ভূষণবাবু বেরিয়ে এলেন। গায়ে খদ্দরের ফতুয়া, পায়ে চপ্‌পল। মাথায় বাবরি চুল। গোঁফ-দাড়ি কামানো। কপালের মাঝখানে একটি টিপ। পরণের কাপড়ও খদ্দর।]

ভূষণ ॥ ও সুরেন, এসেছ। কি খবর ?

সুরেন ॥ [এদিক-ওদিক চেয়ে, নিম্নকণ্ঠে] খবর ভালো, লাখখানেক খালি ক্যাপসুল পেয়েছি। অনেক দাম চাইছে কিন্তু। ত্রিশটাকা শ'য়ের কম দেবে না। বলছে আমেরিকা থেকে smuggle করে' আনতে অনেক খরচ পড়ে গেছে।

ভূষন ॥ তার মানে, ত্রিশ হাজার টাকা এখনই চাই ?

সুরেন ॥ সাতদিনের মধ্যে দিলেই চলবে। আপনি যদি কথা দেন মালটা আটকে রাখি।

ভূষণ ॥ ডাক্তার বাবুরা আর কেমিষ্টরা ঠিক আছে তো ?

সুরেন ॥ সব ঠিক আছে। টাকা খাইয়ে বুঁদ করে রেখেছি সবাইকে।

ভূষণ ॥ এতে আমাদের কত 'নিট্' লাভ হবে তা খতিয়ে দেখেছ তো ?

সুরেন ॥ দেখেছি বই কি। আপনি যদি ওই তিরিশ হাজার টাকা দিতে পারেন তাহলে আপনার নিট্ পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকবে।

ভূষণ ॥ তুমি কত নেবে ?

সুরেন ॥ [হাত কচলে] আমাকে হাতে তুলে যা দেবেন।

ভূষণ ॥ সামনে ইলেক্‌শন, তাতেও বেশ খরচ আছে।

সুরেন ॥ আপনার টাকার অভাব কি সার! ব্যাংকে তো আপনার টাকা পচছে। গম থেকেই তো মোটা টাকা পেয়েছেন সেদিন। ও হ্যাঁ আর একটা কথা মনে পড়ল—আপনাদের এই বাড়িটা বিক্রি করবেন? ভালো দাম পাওয়া যাবে। দু'লাখ টাকা দিতে চাইছে একজন।

ভূষণ ॥ বাড়িতো আমার একার নয়। দাদা আছেন, এক ভাই আছে। সবাই আমরা সমান অংশীদার। বাবা এক অদ্ভুত উইলও করে গেছেন। বিষয় ভাগ হবে না ; যে বিষয় ভাগ করতে চাইবে সে বিষয় থেকে বঞ্চিত হবে।

সুরেন ॥ [সবিস্ময়ে] আপনারা কি এক অন্নে আছেন? আমার ধারণা ছিল—

ভূষণ ॥ এক অন্নেই ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি থাকতে পারলাম না। পাগলের সঙ্গে বাস করা যায় না। দেখ না হঠাৎ বাড়িতে বাল্‌ব বসাতে আরম্ভ করেছে দাদা। দু'লাখ টাকা দাম দেবে এই পুরোনো বাড়ির?

সুরেন ॥ দেবে বই কি, চার পাশে জমি যে অনেক।

ভূষণ ॥ আমি আমার অংশটা বিক্রি করে দিয়ে অনায়াসে আমার বালীগঞ্জের বাড়িতে থাকতে পারতাম। কিন্তু তাতো হবার উপায় নেই।

[ভিতর থেকে আবার ডাক এল—রতন—রতন। বন্ধদ্বারের ঠিক পেছন থেকে রতন সাড়া দিল 'যাই'। সুরেন একটু চমকে দ্বারের দিকে চাইলেন। তাঁর সন্দেহ হল রতন আড়ি পেতে তাঁদের কথা শুনছিল নাকি! পরমুহূর্তেই কপাটে খিল বন্ধ করার শব্দ পাওয়া গেল।]

সুরেন ॥ রতন আড়ি পেতে শুনছিল না কি আমাদের কথা? একটু আগে সে ছিল এখানে।

ভূষণ ॥ শুনতে পারে। মিটমিটে শয়তান ওটা। চাকর কিন্তু খুব ভালো।

দাদার পাগলামির ছোঁয়াচও ওর লেগেছে। দাদার পাগলামিকে ও পুজো করে। ওর ভালো একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলাম, দাদাকে ছেড়ে গেল না।

[ভিতর থেকে ছোট্ট একটি পিয়ানোর গৎ বেজে উঠল।]

ওই শোন!

সুরেন॥ কি ওটা?

ভূষণ॥ ইলেকট্রিক খেলনা। দাদা তৈরী করে দিয়েছে ধারাকে। প্লাগ লাগিয়ে দিলেই পিয়ানোর গৎ বাজে। ইলেকট্রিসিটির ভূত এখন ওঁর ঘাড়ে চেপেছে। বাড়ির মধ্যে ছোটখাটো একটা ল্যাবরেটারি করেছেন; নিজের হাতে বাড়িময় বাল্‌ব বসাচ্ছেন।

সুরেন॥ তাই তো দেখছি। কেন কচ্ছেন এসব?

ভূষণ॥ ভগবান জানেন।

সুরেন॥ আমি ভেবেছিলাম ধারার বিয়ে-টিয়ে লাগল বুঝি।

ভূষণ। [ঠোঁট উলটে, অবজ্ঞাভরে] ধারাকে আবার বিয়ে করবে কে? কোন্ জাত তার ঠিক নেই।

সুরেন॥ [বিস্মিত] জাত ঠিক নেই? তার মানে?

ভূষণ॥ ও তো রাস্তায় পড়েছিল। দাদা কুড়িয়ে এনে ওকে মানুষ করেছেন। ব্যাস্টার্ড।

সুরেন॥ বলেন কি?

ভূষণ॥ তুমি যেন একথা আর কাউকে বোলো না। ধারার কানে গেলে তুলকালাম্ কাণ্ড করবে সে। মেয়েটা গুণ্ডা গোছের। সেদিন গোপীকান্ত ওকে রাস্তায় কি একটু ঠাট্টা করেছিল, তাকে এমন এক চড় মেরেছে যে তার দাঁত ভেঙে গেছে।

সুরেন। কে, ওই বুড়ো গোপীকান্ত? হ্যাঁ, মেয়েমানুষ দেখলেই ও কেমন যেন বেসামাল হয়ে পড়ে। আমার বোনকেও রাস্তায় কি যেন বলেছিল

একদিন [উদ্ভাসিত মুখে] তাকে চড়িয়েছে ধারা। বাঃ বাঃ বাঃ। কিন্তু ওর এ হিষ্ট্রি তো জানতাম না।

ভূষণ॥ ওই হিষ্ট্রি। দাদা ওকে কুড়িয়ে নিয়ে কেষ্টনগরে যান। কেষ্টনগরে তখন বৌদি ছিলেন।

সুরেন॥ কেষ্টনগরে কেন?

ভূষণ॥ সেখানেই ওঁর বাপের বাড়ি। অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তখন; ছেলে হবার জন্যেই বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। কিন্তু সে ছেলেটি আঁতুড়েই মারা যায়। কিছুদিন পরে বৌদি যখন ধারাকে নিয়ে ফিরলেন সবাই ভাবল ধারা দাদারই মেয়ে বুঝি। বৌদিও সকলের কাছে বলেছিলেন ধারা আমার মেয়ে।

সুরেন। ও বাবা, এত ব্যাপার! আমি তখন এখানে আসি নি বোধ হয়।

ভূষণ॥ না, তুমি আস নি।

সুরেন॥ [আবার হাতঘড়ি দেখলেন] আপনি তাহলে খালি ক্যাপসুলগুলো নিচ্ছেন?

ভূষণ॥ সেটা আপিসে না গিয়ে বলতে পারছি না। তুমি আপিসে ফোন কোরো চারটে নাগাদ।

সুরেন॥ এসব ব্যাপারে ফোন করা নিরাপদ নয়। আচ্ছা আমিই আসব একবার চারটে নাগাদ। আচ্ছা, এখন চলি তবে, নমস্কার।

[সুরেন চলে' গেলেন। ভিতর থেকে মোহন এসে প্রবেশ করল।]

মোহন॥ মীটিংয়ের ব্যবস্থা কোথায় করব?

ভূষণ॥ এই উঠোনে আর বারান্দায় সতরঞ্চির কম্বল পেতে দে। এখানেই মীটিং হবে।

মোহন॥ খাওয়া-দাওয়া?

ভূষণ॥ সেটা ভিতরে হবে। লম্বা টেবিলটার চার দিকে চেয়ারগুলো পেতে দে। ব্রজেনবাবু এখনি চেয়ার পাঠাবেন।

[প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেনবাবুর লোক এসে হাজির হলেন।]

লোকটি। ব্রজেনবাবুর দোকান থেকে চেয়ার এনেছি।

ভূষণ॥ খিড়কির দিকে নিয়ে চল। এসো, আমি খুলে দিচ্ছি কপাটটা। মোহন তুই সতরঞ্চি পাত।

[ভূষণ ভিতরের দিকে এবং লোকটি বাইরের দিকে গেলেন। মোহন ভিতরে গিয়ে একটি সতরঞ্চি এনে বারান্দায় বিছাতে লাগল। তীর এলেন। তীর বিদ্রোহী স্বদেশপ্রেমিক।]

তীর॥ এসব কি হচ্ছে, মোহন?

মোহন॥ মীটিং হবে তাই সতরঞ্চি পাতছি।

তীর॥ ইলেক্‌শনের মীটিং নাকি?

মোহন॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

[কথাটা শুনেই তীরের চোখ দুটো জলজল করে উঠল। পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটিয়ে ফেলল সে। তারপর কনিষ্টের ঘরের দরজার দিকে চেয়ে ডাকল।]

তীর॥ কানষ্ট—কনিষ্ট—

[রতন বেরিয়ে এল]

রতন॥ উনি খেতে বসেছেন। আপনি ভিতরে চলুন।

[তীর ও রতন ভিতরে চলে গেল। মোহন সতরঞ্চি পাতছিল। ফাগুও এসে তাকে সাহায্য করতে লাগল।

ডাক্তার গুপ্ত এসে প্রবেশ করলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। প্রসন্ন মুখভাব।]

ডাক্তার গুপ্ত॥ মোহন, ভূষণবাবু বাড়িতে আছেন?

মোহন॥ আছেন।

ডাক্তার গুপ্ত॥ একবার খবর দাও দেখি।

[মোহন ভিতরে গিয়ে ভূষণকে ডেকে নিয়ে এল।]

ভূষণ॥ নমস্কার, ডাক্তারবাবু। কি খবর?

ডাক্তার গুপ্ত ॥ আজই আমি কানপুর যাচ্ছি।

ভূষণ ॥ কবে ফিরবেন ?

ডাক্তার গুপ্ত ॥ আর ফিরব না। রিটায়ার করেছি তো, এখন ছেলের কাছেই থাকব। তার ডিসপেনসারিরই দেখা-শোনা করব। যাওয়ার আগে সবারই কাছে বিদায় নিচ্ছি।

ভূষণ ॥ আপনার মতো লোককে হারিয়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। আপনার ছেলের তো ভালো প্র্যাকটিস হয়েছে শুনেছি সেখানে।

গুপ্ত ॥ আপনাদের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে একরকম।

ভূষণ ॥ আমার ওষুধগুলোকে ব্যাক করবেন।

গুপ্ত ॥ নিশ্চয়ই করব। আপনার কোম্পানির নাম কি ?

ভূষণ ॥ সুজাতা কেমিক্যালস্‌।

গুপ্ত ॥ আপনার নিজের ব্যবসা ?

ভূষণ ॥ ব্যবসাটা আমারই, তবে এক বন্ধুর বেনামীতে করেছি। সুজাতা আমার স্ত্রীর নাম। টাকা-কড়ি সব আমারই। আপনি কানপুরে যাচ্ছেন শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার ছেলে প্রসূন ওখানে চামড়ার কাজ শিখছে। তারও একটু খবর-টবর নেবেন।

গুপ্ত ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়।

ভূষণ ॥ তার ঠিকানাটা আপনাকে দিয়ে দিই।

[পকেট-বুক থেকে কাগজ ছিঁড়ে ঠিকানা লিখে দিলেন।]

গুপ্ত ॥ প্রসূন কি আপনার বড়ছেলে ?

ভূষণ ॥ ওই একমাত্র ছেলে। বাল্যকালে মাতৃহীন হয়। বৌদি—মানে আমিই—ওকে মানুষ করেছি।

গুপ্ত ॥ বেশ বেশ। আমি তার খবর নেব।

[সতরঞ্চিগুলি দেখিয়ে]—এসব কি ?

ভূষণ ॥ মীটিং হবে একটা। আবার ইলেক্‌শনে নামছি। এবারও টিকিট

পেয়েছি। আমার ক্যানভাসারদের আজ ডেকেছি এখানে। আপনি চলে যাচ্ছেন—আমার একটা ভোট নষ্ট হল।

গুপ্ত। [মৃদু হেসে] থাকলেও এবার আপনাদের ভোট দিতাম না। আপনাদের দলের উপর আর আস্থা নেই।

ভূষণ। কেন, কেন আমরা তো যথাসাধ্য করছি।

গুপ্ত। না, করছেন না। অধিবেশন, বৈঠক, ঘোষণা আর বাণী-বিতরণ—এ ছাড়া আর কি করেছেন বলুন? চোর আর কালোবাজারীরা পঙ্গপালের মতো সব মুড়িয়ে খাচ্ছে, আপনাদের আপিসে চিঠি লিখে কোনও জবাব পাওয়া যায় না, প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনারা প্রতিশ্রুতি রাখেন না, মধ্যবিত্ত সমাজ তো মরে গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা হয় না, ভালো ছেলেরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে বেকার ছেলেমেয়ে, প্রত্যেকটি জিনিস অগ্নিমূল্য। না, আপনাদের দলের উপর আর বিশ্বাস নেই।

ভূষণ। আপনি যা বললেন তা সত্যি। আমরা দোষ স্বীকার করছি। আমাদের দোষ সংশোধন করতেই হবে, আমাদের পণ আদর্শ গণতন্ত্র গড়ব। দুর্নীতি দূর করবই আমরা।

গুপ্ত। বেশ, পারেন তো করুন। আমি এখন চলি। আমাকে আরও কয়েক জায়গায় যেতে হবে। নমস্কার।

[ডাক্তার গুপ্ত বাইরের দিকে ও ভূষণ ভিতরের দিকে প্রস্থান। কনিষ্ঠ ও তীরের প্রবেশ।]

তীর। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমাদের দলের কয়েকজন লোককেও ডেকে আনি এখানে।

কনিষ্ঠ। তাতে লাভ হবে কি?

তীর। লাভ হয় তো কিছু হবে না। কিন্তু আমরা ভূষণবাবুকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই কেন আমরা ওঁকে ত্যাগ করেছি। কেন আমরা ওঁর

বিরোধিতা করছি। আমাদের মধ্যে অনেক ভুক্তভোগী আছে তারা স্পষ্ট-ভাষায় সে কথা বলতে পারবে, উনি শুনুন সে সব কথা।

কনিষ্ট॥ কিন্তু আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। অমিতাভকে তোমরা ক্যাণ্ডিডেট দাঁড় করিয়েছ, সে কি আইনত নির্বাচনপ্রার্থী হতে পারে? সে তো এখানে নেই। শুনেছি পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছে।

তীর॥ কারো ভয়ে লুকিয়ে থাকবার মতো ছেলে সে নয়। সে আসামে মুগার ব্যবসা করছে—আর

[হঠাৎ থেমে গেল]

কনিষ্ট॥ আর কি—

তীর॥ না কিছু নয়। না, আইনত কোন বাধা নেই। স্ক্রুটিনাইজিং অফিসার ওর আবেদন মঞ্জুর করেছেন।

কনিষ্ট॥ কিন্তু যা শুনছি পুলিশ না কি—

তীর॥ হ্যাঁ এখানকার পুলিশ ওর উপর সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু আসামে ও নিরাপদে আছে। সেখানকার পুলিশের যিনি বড়কর্তা তিনি ওর সহপাঠী ছিলেন। অমিতাভ যে কত ভালো ছেলে তা তিনি জানেন। এখানে হয়তো সে হঠাৎ আসতে পারে। কিন্তু কথাটা গোপন রেখো। দাদা বৌদির কানে যেন না যায়, ওঁরা হয়তো উত্তেজিত হয়ে উঠবেন—

কনিষ্ট॥ অমি কাল টাকা পাঠিয়েছে—

তীর॥ আমি জানি তো। ভৈরব বাবা কাল আসাম থেকে এসেছেন। তিনিই এনেছেন টাকাটা। তিনি আমাকে বললেন অমির বাবা মাকে তো আমি চিনি না। তুমিই দিয়ে এস টাকাটা। আমার নাম প্রকাশ কোরো না। আমি টাকাটা খামে পুরে সেটা জানলার নীচে রেখে এসেছিলাম।

কনিষ্ট॥ ভৈরব বাবা কি এখানেও বক্তৃতা দেবেন?

তীর॥ দেবেন আশা করি। তোমাদের বাড়ির পাশের মাঠে যে বটগাছটা আছে, তারই তলায় আছেন দেখলাম।

কনিষ্ট ॥ স্বপাক খান শুনেছি।

তীর ॥ হ্যাঁ। উনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। অমিকে খুব ভালবাসেন। তাকে আমরা দাঁড় করিয়েছি শুনে খুব খুশি হয়েছেন। তোমার সঙ্গে আলাপ নেই ?

কনিষ্ট ॥ না, দূর থেকে দেখেছি। আর অমির কাছে শুনেছি ওঁর কথা।

তীর ॥ আমি চলি তাহলে এখন। আমাদের দলবল নিয়ে তাহলে আসবো তো ?

কনিষ্ট ॥ এসো।

[তীর চলে গেল। কনিষ্টও ভিতরের দিকে যাচ্ছিল এমন সময় ভূষণ এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে একগোছা ছাপা কাগজ।]

ভূষণ ॥ কনিষ্ট, এইগুলো নাও।

কনিষ্ট ॥ কি ওগুলো ?

ভূষণ ॥ ভোটারদের কাছে আমার নিবেদন। তোমার বন্ধুবান্ধবদের দিও।

কনিষ্ট ॥ তোমার ইলেক্‌শনের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়িত করতে চাই না।

ভূষণ ॥ কি হল ! গতবার তুমি আমার জন্য ক্যানভাস করেছিলে। নিমতা গ্রামে—

কনিষ্ট ॥ গতবার তোমার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল এখন আর তা নেই।

ভূষণ ॥ হঠাৎ এ মত-পরিবর্তনের মানে—!

কনিষ্ট ॥ মানে তুমি জান।

ভূষণ ॥ জানি। কিন্তু এ-ও তোমাকে বলে' দিচ্ছি ওই তীরের সঙ্গে তুমি যদি বেশী ঘনিষ্ঠতা কর তাহলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। হি ইজ্ এ লোফার। ওর উদ্দেশ্য ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা।

কনিষ্ট ॥ তোমার বান্ধবী কুন্তীরও কি সেই উদ্দেশ্য না কি ! শুনছি সে তার স্বামীকে ত্যাগ করবে।

ভূষণ ॥ [সক্রোধে] তোমার স্পর্ধার একটা সীমা থাকা উচিত। কুন্তী

ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী, তার সম্বন্ধে তুমি এরকম কুৎসিৎ ইঙ্গিত করবার সাহস কর !

কনিষ্ঠ ॥ তীরের মতো সচ্চরিত্র আদর্শবাদী ছেলের নামে কলঙ্ক দিতে তুমি যদি ইতস্ততঃ না কর—

ভূষণ ॥ [হঠাৎ চীৎকার করে] দূর হয়ে যাও তুমি আমার সামনে থেকে—

[সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে দুম দুম দুম করে কয়েকটা আওয়াজ হল। ধারার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শোনা গেল—ছোট কাকা তুমি কোথা গেলে। রতনের প্রবেশ।]

রতন ॥ [কনিষ্ঠকে] ধারা-মা আপনাকে ডাকছেন।

ভূষণ ॥ আওয়াজ কিসের হল ?

রতন ॥ বাবু ছোট একটা ইলেকট্রিক কামান বানিয়েছেন সেইটে দাগছেন এখন।

ভূষণ ॥ কামান ? বারুদ দিয়ে কামান দাগল ?

রতন ॥ না, ওতে বারুদ লাগে না। কি দুটো গ্যাস মিশিয়ে তার ভিতর ইলেকট্রিক স্পার্ক দেন।

[রতন ও কনিষ্ঠ ভিতরে চলে গেল। উদ্ভাসিত মুখে জগদীশ প্রবেশ করলেন।]

জগদীশ ॥ বুঝলে ভূষণ, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিকশ্চার ছোট ছোট কয়েকটা স্টীল সিলিণ্ডারে পুরে ধারাকে ইলেকট্রিক কামান বানিয়ে দিয়েছি [সতরঞ্চিগুলি দেখে] এ সব কি ?

ভূষণ ॥ এখানে মীটিং হবে।

জগদীশ ॥ ও তোমার ইলেকশন মীটিং বুঝি ?

ভূষণ ॥ আমার জন্যে যাঁরা ক্যানভাস করবেন তাঁদের কয়েকজনকে ডেকেছি আজ। আচ্ছা দাদা, এত বাল্‌ব লাগাচ্ছ কেন ?

জগদীশ ॥ মনে হচ্ছে মহাকালীর আবির্ভাব আসন্ন। তাঁকে অভ্যর্থনা করব।

ভূষণ ॥ কালীপুজো তো হয়ে গেছে।

জগদীশ ॥ এ কালী মৃন্ময়ী নন, চিন্ময়ী। ইনি প্রতিবছর রুটিন-মাফিক আসেন না, যুগযুগান্তরে একবার আসেন। মনে হচ্ছে এইবার আসবেন। খোকন এই মহাকালীর উদ্দেশ্যে একটা কবিতা লিখেছিল। তার প্রথমটা হচ্ছে—

উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত খড়্গ যাঁর দানবের শোণিতে চর্চ্চিত
যাঁর কণ্ঠে মুণ্ডমালা ভণ্ড মানবের
শোনা যায় ফের
তাঁহারই চরণ-ধ্বনি মনুষ্যত্ব শ্মশান-শিয়রে
বিদ্যুৎ-বিক্ষত নভ আনন্দে ও শঙ্কায় শিহরে।

ভূষণ ॥ খোকন ইলেক্‌শনে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এ খবর জান তুমি ?

জগদীশ ॥ অমির কোন খবরই আমি রাখি না। কেবল জানি কু-শাসনের কুয়াশা তাকে গ্রাস করেছে। কন্‌টেস্ট করছে সে তোমার সঙ্গে ? [সাগ্রহে] সত্যি ? তাহলে হয়তো সে আসবে একবার।

ভূষণ ॥ এলেই কিন্তু তাকে পুলিশে ধরবে। পুলিশ বলছে সে এক ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

জগদীশ ॥ ছিল না কি ? ভালো। [সহসা] এটা কিন্তু জেনে রেখো হি ইজ্ এ প্যাট্রিয়ট। পলিটিশিয়ান নয়। গদি চায় না, দেশের উন্নতি চায়। ডাকাতি যদি করেই থাকে দেশের ভালোর জন্যেই করেছে।

[ভিতর থেকে আবার পিয়ানোর গৎ বেজে উঠল]

ধারা আবার ওই পিয়ানোটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ওতে একটা বেয়ার wire আছে—টেপ করতে হবে সেটা—দেখি।

[তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে চলে গেলেন। একটু পরে বাজনা থেমে গেল]

ভূষণ ॥ [বাইরের দিকে চেয়ে] আরে আরে—কুন্তী যে। এস এস।

[কুন্তী দেবী প্রবেশ করলেন। ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। বয়স কত বোঝবার উপায় নেই। বিবাহিতা কিন্তু মাথায় সিঁদুর নেই। পিঠে বেণী দুলছে। হাতে সুদৃশ্য একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। পায়ে টুকটুকে লাল স্যাণ্ডাল। রং যদিও শ্যামবর্ণ কিন্তু চোখেমুখে মনোহারিণী কমনীয়তা আছে]

কুন্তী ॥ গৃহস্থালীর খাঁচা ভেঙে চলে' এলাম।

ভূষণ ॥ সে কি! অবনীবাবু তাড়িয়ে দিলেন তোমাকে?

কুন্তী ॥ না, তাড়িয়ে দেন নি। এ বাজারে পেট-ভাতায় রাঁধুনী-চাকরাণীকে চট্ করে' তাড়িয়ে দেয় না কেউ। যদিও রোজই শাসাচ্ছেন তাড়িয়ে দেব, কিন্তু তাড়ান নি। আমি নিজেই চলে' এলাম।

ভূষণ ॥ কি করবে এখন?

কুন্তী ॥ তোমার কাছেই এলুম। তোমার বালীগঞ্জের বাড়িটা খালি আছে? যিনি ভাড়াটে ছিলেন তিনি দিল্লী যাবেন বলেছিলেন।

ভূষণ ॥ তিনি চলে গেছেন। বাড়ি এখন খালি আছে।

কুন্তী ॥ তাহলে তার চাবিটা আমাকে দাও। কিছু টাকাও দাও (ভ্যানিটি ব্যাগটি নেড়ে) আমি এখন ফতুর। যা সামান্য আছে তা ট্যাক্সি ভাড়াতেই যাবে; তখন সত্যিই আমি কপর্দকহীন হয়ে পড়ব। একবস্ত্রে চলে এসেছি।

ভূষণ ॥ ভালো কর নি। কি করবে এর পর।

কুন্তী ॥ [মুচকি হেসে] তুমি যদি মন্ত্রী হও তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারি হব। স্টেনো হতেও আপত্তি নেই। আপাতত পুঁটিকে নাচগান শেখাব। সে মাসে একশ' টাকা দেবে বলেছে।

ভূষণ ॥ পুঁটি কে?

কুন্তী ॥ খেতু বক্শির ছোট মেয়ে। পাত্র জুটছে না, তাই ঠিক করেছে সিনেমায় নামবে। একজন ডিরেকটার আশ্বাস দিয়েছেন যে টুইস্ট নাচ আর হুলা-হুলা নাচে যদি দক্ষতা দেখাতে পারে তাকে নেবে। আধুনিক গানও গাইতে পারা চাই। তিনটিই আমি ওকে শিখিয়ে দেব বলেছি।

ভূষণ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ পুঁটিকে তো দেখেছি। আমাদের এক সভায় ওপনিং সং গেয়েছিল। সিনেমায় নামবার যোগ্যতা আছে না কি তার ?

কুন্তী॥ একটা যোগ্যতা আছে আপাতত।

ভূষণ॥ কি ?

কুন্তী॥ উদগ্র যৌবন। ওই মেয়ে যদি আধুনিক গান গেয়ে হুলা-হুলা আর টুইস্ট নাচ নাচে হই-হই পড়ে যাবে কলকাতায়! [শতরঞ্জিগুলি দেখিয়ে] এ সব কি ?

ভূষণ॥ আমার ক্যানভাসারদের মীটিং হবে এখানে। তুমি আমার হ'য়ে ক্যানভাস করবে ?

কুন্তী॥ নিশ্চয় করব। তুমি মন্ত্রী হলে আমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

[বাইরে ট্যাক্সির হর্ণ শোনা গেল]

ট্যাক্সিটা ওয়েট্ করছে। আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাই। তোমার মীটিং কটার সময় ?

ভূষণ॥ একটু পরেই।

কুন্তী॥ পারি তো আসব। এখন আমাকে ছেড়ে দাও।

ভূষণ॥ কত টাকা চাই তোমার আপাতত। ভেবেছি প্রতি ক্যানভাসারকে হাত খরচ বাবদ ৩০০ টাকা করে দেব। তুমি যখন আমার ক্যানভাসার হচ্ছ তাই দি তোমাকে।

কুন্তী॥ বেশ তাই দাও। বাড়ির চাবিটাও দিও।

[হঠাৎ বাহিরে শোনা গেল—জয় ভৈরব বাবা কি জয়—জয় ভৈরব বাবা কি জয়। শাঁখও বাজল দু'একটা]

কুন্তী। ও কি ?

ভূষণ॥ আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে, এক ত্রিশূলধারী ভৈরব এসে হাজির হয়েছেন। তাঁকে ঘিরে অনেক লোক জুটেছে। লাউড স্পীকার ফিট করেছে। বক্তৃতা দেবেন বোধহয়। যোগাল যত ব্যাপার।

কুন্তী ॥ বোগাস নয়। আমি ওঁকে চিনি। খুব ভাল বক্তা। পারো তো তোমার দলে ওঁকে টান।

ভূষণ ॥ চেষ্টা করেছিলাম। বললেন উনি কারো দলে থাকেন না—একাই ছুনিয়া মাৎ করেন। পিকিউলিয়ার ম্যান।

[ট্যাক্সি আবার হর্ণ দিল]

কুন্তী। আমাকে দিয়ে দাও তাহলে।

ভূষণ ॥ দাঁড়াও নিয়ে আসি। একটু দেরি হবে। কারণ আমার স্ট্রং রুম আণ্ডার গ্রাউণ্ডে। অনেকগুলো তালা খুলতে হয়। আমি তোমাকে একটা চেয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[ভূষণ চলে গেল। একটু পরেই ফাগু ভিতর থেকে একটি চেয়ার এনে কুন্তীকে বলল 'বসুন'। কুন্তী চেয়ারে বসল গিয়ে, কিন্তু পরমুহূর্তেই বিত্যুৎস্পৃষ্টবৎ দাঁড়িয়ে উঠল সে। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবেশ করল অমিতাভ। গায়ে আড়ময়লা কাপড় চাদর, চুল অবিন্যস্ত। প্রতিভাদীপ্ত সৌম্য চেহারা]

কুন্তী ॥ অমিতাভ তুমি এখানে!

অমিতাভ ॥ কে, কুন্তীদি নাকি? আমি আজ সকালে এসেছি।

কুন্তী ॥ [নিম্নকণ্ঠে] পালাও, পালাও, পুলিশ তোমাকে ধরবার জন্যে ওত্ পেতে আছে।

অমিতাভ ॥ আমি তো থানা থেকেই আসছি।

কুন্তী ॥ থানা থেকে! সে কি ওরা তোমায় ছেড়ে দিল?

অমিতাভ ॥ সঙ্গে দুজন পুলিশ এসেছে। বাইরে আছে তারা। আমি এখন এখানেই থাকব।

কুন্তী ॥ আমি বুঝতে পারছি না ঠিক।

অমিতাভ ॥ কোথায় যেন ডাকাতি হয়েছে—বেঙ্গল পুলিশের সন্দেহ আমি তার সঙ্গে জড়িত আছি। আসাম পুলিশকে খবর দিয়েছিল ওরা। আসাম

পুলিশই নিয়ে এসেছে আমাকে এখানে। আমি বাবা মার কাছে থাকতে চাইলাম, দারোগা বললে বেশ আপত্তি নেই, তবে সঙ্গে পাহারা থাকবে। আমার সঙ্গে পুলিশ এসেছে দুজন। তারা পাহারা দিচ্ছে—

কুন্তী॥ [নিম্নস্বরে] বাড়ির ভিতব ঢুকে খিড়কি দিয়ে পালাও তুমি। যেমন করে' হোক পালাও, ওরা তোমায় কোন না কোন ছুতোয় জেলে পুরবেই। ওরা নানারকম জাল পেতেছে আমি জানি—তোমাকে জেলে পুরবেই।

অমিতাভ॥ [হেসে] পুরুক না। জেলও তো মন্দ জায়গা নয়। তুমি এত ভীতু কেন? তুমি তো টেরারিস্ট ছিলে এককালে। এখনও আছ না কি?

কুন্তী॥ দেখ অমি, আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তার জন্যে যখন যা হওয়া দরকার তাই হতে হবে। [একটু থেমে] রিভলভারটা আছে এখনও। বম্‌ও আছে একটা।

অমিতাভ॥ অবনীবাবু কোথা?

কুন্তী॥ আমার সঙ্গেই আছে। কিন্তু সুস্থির নেই। টগবগ করে' ফুটছে যেন সর্বদা।

অমিতাভ॥ শুনেছিলাম তিনি একটা থীসিস লিখছেন। অতবড় একজন স্কলার—

কুন্তী॥ স্কলারকে কিন্তু আমল দেয় নি আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট। হ্যাঁ, থীসিস লিখছে। কিন্তু আমি স্কলারকে টিকটিকির মুখোশ পরিয়ে রেখেছি। বাইরের লোকে জানে সে স্পাই, আর সেইজন্যেই আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছি—। অবনী কিন্তু ছটফট করছে।

অমিতাভ॥ এ মিথ্যাচার কেন?

কুন্তী॥ পেটের জন্যে। বাঁচবার জন্যে। আমি তোমার কাকার বালীগঞ্জের বাড়িতে থাকব। সেখানেই এস। সব বলব। আর আমার পরামর্শ যদি শোন, পালাও।

[অমিতাভ একটু মুচকি হেসে ভিতরে চলে গেল। ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ ॥ এই নাও চাবি আর টাকা। এবার আমার ক্যানভাসার হয়ে তুমি নিমতা সেণ্টারে যাও। গতবার কনিষ্ঠ গিয়েছিল, এবার সে অমির জন্যে ক্যানভাস করছে, এবারও হয়তো যাবে সেখানে। I want you to be an antidote to him.

কুন্তী ॥ চেষ্টা করব।

[তার চোখ দুটো চিকমিক করে' উঠল। ভ্যানিটি ব্যাগে টাকা ও চাবি রেখে সে কায়দা করে' স্যালুট করল একটা। ট্যাক্সির হর্ণ আবার শোনা গেল। কয়েকবার উপর্যুপরি হর্ণ দিল]

আমি যাই এবার।

ভূষণ ॥ আমার একটা কথা শুনবে?

কুন্তী ॥ কি বল?

ভূষণ ॥ অবনীর সঙ্গে ঝগড়া কোরো না। সত্যিই সে যদি পুলিশের স্পাই হয়ে থাকে, তার সঙ্গে ভাব রাখলেই বরং লাভ হবে আমাদের। আর নিতান্তই যদি ওর সঙ্গে থাকতে না চাও, ভদ্রভাবে পরে না হয় ডিভোর্স কোরো।

[আবার ট্যাক্সি জোরে জোরে হর্ণ দিল]

কুন্তী ॥ অবনীর সঙ্গে ভদ্রভাবে থাকা যায় না। বেশ, তুমি যখন বলছ তখন সহ্য করব তাকে।

[কুন্তী চলে' গেল। ভূষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল। ভিতরে চলে' যাচ্ছিল কিন্তু বাধা পড়ল, নীলকান্ত প্রবেশ করলেন। জীর্ণ বেশ। কিন্তু চোখে মুখে নির্ভীক দৃষ্টি। বয়সে প্রৌঢ়]

ভূষণ ॥ নমস্কার নীলকান্ত বাবু। আজ আমার ইলেকশনের মীটিং, তারই খবর সংগ্রহ করতে এসেছেন বুঝি আপনার কাগজের জন্য।

নীলকান্ত ॥ না, সেজন্য আসি নি। এসেছি ধারার কাছে। এখনই খোঁচ লেগে কাপড়টা ছিঁড়ে গেল [কোঁচা তুলে দেখালেন] দেখি ধারা যদি সেলাই

করে' দিতে পারে। ওই আমার সব করে। আমার পাঞ্জাবীতে তালি ওই দিয়েছে। চমৎকার শেলাই করে।

ভূষণ ॥ আপনার মতো লোক ছেঁড়া কাপড় পরে' তালি-দেওয়া জামা গায়ে দিয়ে বেড়ান—এটা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। আপনাকে অনেকবার বলেছি আপনি আমাদের দলে যোগ দিন, আপনার কাগজকে আমাদের মুখপত্র ক'রে তুলুন তাহলে আপনার কোন অভাব আমরা রাখব না।

নীলকান্ত ॥ এখনও তো আমার কোন অভাব নেই ভাই। আদর্শকে আঁকড়ে ধরে' আছি, ধরে' থাকতে পেরেছি, এর চেয়ে বেশী আর কি চাই—

[ক্যানভাসার বিনয় মিত্র সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে প্রবেশ করলেন। পরিধানে চক্‌রা-বকরা ছিটের হাওয়াই শার্ট আর কালো চোং প্যাণ্ট। পায়ে চপ্‌পল। চোখে রঙীন চশমা। নাকের নীচে বাটারফ্লাই গোঁফ। ইনি আসতেই নীলকান্ত জগদীশের বাড়ির ভিতর চলে গেলেন]

বিনয়। ভূষণ দা, মীটিংয়ের দেরি আছে, না?

ভূষণ ॥ খুব বেশী দেরি নেই (ঘড়ি দেখলেন) একটায় আরম্ভ হওয়ার কথা।

বিনয় ॥ তাহলে আমি বরেনের বাসা থেকে চট্ করে ঘুরে আসি। আজকের কাগজটা পড়া হয় নি। নীলকান্তবাবু এসেছেন দেখছি। আমাদের দলে টানুন না ওকে। বেশ কলমের জোর আছে ভদ্রলোকের।

ভূষণ ॥ বলেছিলাম। রাজি নন। সহজে রাজি হবেন না।

বিনয় ॥ না হবারই কথা। মাথা-ফোলা লোক।

ভূষণ ॥ মাথা-ফোলা মানে?

বিনয় ॥ Swollen-headed. মিলওলা জয়রাম দাসের ছেলেকে চুরি করার জন্তে উনি রাসটিকেট করেছিলেন। কিন্তু মিনিষ্টারের সুপারিশের জোরে সে আবার ভরতি হল। উনি তৎক্ষণাৎ রিজাইন করে' চলে এলেন। 'পতাকা' কাগজের মালিকেরা ওঁকে মোটা মাইনে দিয়ে 'এডিটার'

করেছিল, কিন্তু উনি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এমন এক কড়া এডিটোরিয়েল লিখলেন যে রাজধানী থেকে ওয়ার্নিং এল। 'পতাকা'র মালিকরা বললেন ওপর-ওলাদের মন রেখে এডিটোরিয়েল লিখতে হবে। উনি তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিলেন। এখন নিজেই 'পথ' কাগজ বের করেছেন, কিন্তু বিক্রি নেই। বিক্রি হবে কি করে? Entertainment value nil—সিনেমার খবর ছাপবেন না, আধুনিক কবিতা ছাপবেন না, মজাদার গল্প ছাপবেন না। কেচ্ছা নেই, খিস্তি নেই, আছে কেবল ভালো ভালো প্রবন্ধ। ক'টা লোকে প্রবন্ধ পড়ে বলুন। ভদ্রলোকের কলমের জোর আছে কিন্তু। আমাদের দলে যদি আসতেন—

ভূষণ ॥ আসবেন না। সিধে আঙুলে ঘি বেরুবে না। আঙুল বেঁকাতে হবে [নিম্নকণ্ঠে] ওঁর কাগজের জামানত শিগগিরই বাজেয়াপ্ত হবে—

বিনয় ॥ তাই না কি?

ভূষণ ॥ হ্যাঁ।

[দীনু ময়রার লোক প্রবেশ করিল]

লোকটি ॥ দই এনেছি। এইখানেই নিয়ে আসব?

ভূষণ ॥ না, ভিতরের দিকে রাখতে হবে। খিড়কি দুয়ার দিয়ে এস।

বিনয় ॥ দই কেন?

ভূষণ ॥ তোমরা খাবে।

বিনয় ॥ তাই না কি? বাঃ গ্র্যাণ্ড। আমি কাগজটা পড়েই আসছি।

ভূষণ ॥ আমিও জিনিসগুলো রাখাই গিয়ে ঠিক করে।

[বিনয় বাহিরের দিকে ও ভূষণ ভিতরে চলিয়া গেলেন। কথা কহিতে কহিতে জগদীশ ও অমিতাভের প্রবেশ]

জগদীশ ॥ তোর মুখে যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে মহাকালীর আগমনের আর দেরি নেই। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করব বলে 'বাল্‌ব' সাজিয়ে রেখেছি। এই দেখ।

[হাত দিয়ে অমিতাভকে বাল্বের সারি দেখালেন]

অমিতাভ ॥ মাঝখানে ওটা কি ?

জগদীশ ॥ বন্দেমাতরম্। প্রথমে ভেবেছিলাম 'জয় হিন্দ' লিখব, কিন্তু পরে মনে হল—না 'বন্দেমাতরম্'ই লিখতে হবে। ওই আমাদের আদি মন্ত্র।

অমিতাভ ॥ চমৎকার হয়েছে।

জগদীশ ॥ আর তো কিছু করবার নেই বাবা। তোর সেই কবিতাটা আমি মুখস্থ করে রেখেছি [সহসা] তোকে ডাকাতির চার্জে ফেলেছে ?

অমিতাভ ॥ তাইতো শুনছি। শুধু আমাকে নয়, আমার ব্যবসার পার্টনার সমর ঘোষালকেও। সে ফেরার হয়েছে।

জগদীশ ॥ তোমাদের অপরাধ ?

অমিতাভ ॥ অপরাধ আমরা ঘুষ দিই না, খোসামোদ করি না। অপরাধ আমরা একটা নাইটস্কুল করে সেখানে দেশের মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে' শোনাই। সিংঘাটিতে একটা ডাকাতি হয়েছে পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছে ওদের সন্দেহ আমরা ওর মধ্যে আছি। সমর গা-ঢাকা দিয়েছে।

জগদীশ ॥ তোদের মুগার ব্যবসা কেমন চলছে ? এতো টাকা পেলি কোথা ?

অমিতাভ ॥ সমর টাকা দিয়েছে। ব্যবসা ভালই চলত, কিন্তু বাধা দিচ্ছে গভর্ণমেণ্টের লোকরা। পদে পদে ঘুষ চায়—। তাছাড়া ওখানে লোকাভাব। আমি ভেবেছি ধারাকে নিয়ে যাব। ওকে হাতে কলমে কাজকর্ম শেখাব।

[ভিতর থেকে আবার পিয়ানোর বাজনা শোনা গেল]

জগদীশ ॥ [বিস্মিত]! ধারার ভরণ-পোষণ রক্ষণাবেক্ষণের ভার তুমি নেবে ?

অমিতাভ ॥ নেব।

জগদীশ ॥ [সোল্লাসে] নেবে ? ধারার মত নিয়েছ ?

অমিতাভ ॥ সেটা অনেক আগেই নিয়েছি। ও আমার কাছেই থাকতে চায়। কিন্তু—

জগদীশ ॥ আবার 'কিন্তু' কি—

অমিতাভ ॥ মাকে এখনও বলি নি। তিনি মত দেবেন কি না ভাবছি—

জগদীশ ॥ ওসব কথা ভাবার আগে তুমি তোমার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর রাস্তা-থেকে-কুড়োনো অজ্ঞাতকুলশীল ওই মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে প্রস্তুত কি না।

অমিতাভ ॥ জাত আমি মানি না। কিন্তু বিয়ের কথা তুলছেন কেন? আমি তো ওকে বিয়ে করব বলি নি। ও আমার সঙ্গে থাকবে, আমাদের ব্যবসা শিখবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে শেষে।

জগদীশ ॥ ও তোমার সঙ্গেই থাকবে তো?

অমিতাভ ॥ তা তো থাকবেই।

জগদীশ ॥ তাহলে ওকে বিয়ে করতে হবে। বিয়েতে আমার আপত্তি নেই, আমি খুব খুশী হব।

অমিতাভ ॥ ধারা তার জন্মের ইতিহাস জানে না। সে জানে সে আমার সহোদরা বোন। বোনের মতই সে থাকবে আমার কাছে। হঠাৎ ওকে ওর জন্মের ইতিহাস বললে ওর মনের কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছেন না?

জগদীশ ॥ সে কথা কিন্তু ওকে বলতেই হবে একদিন।

অমিতাভ ॥ না বললেই বা ক্ষতি কি? জগদীশ মল্লিকের কন্যারূপেই ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক। ওর নিজের দীপ্তিই উজ্জ্বল করুক ওকে—

জগদীশ ॥ তুমি যা বলছ তা হয়তো ঠিক, কিন্তু তোমার মা বোধহয় মত দেবেন না। তোমার বিয়েতে হয়তো মত দিতে পারতেন, কিন্তু অবিবাহিতা ধারাকে তোমার সঙ্গে যেতে দেবেন কি না সন্দেহ। ওঁর সেকেলে মন। ঘি আর আগুনের উপমাটা ওঁর মনে গাঁথা আছে and perhaps it is true also.

অমিতাভ ॥ মায়ের এ ভুল ভাঙতে হবে বাবা।

[ভিতর থেকে দুম দুম করে' আবার ইলেকট্রিক কামানের আওয়াজ শোনা গেল। মালতী প্রবেশ করলেন]

মালতী ॥ খোকন খাবি আয়। লুচি ভাজছি। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন সব—

[মালতী, জগদীশ ও অমিতাভ ভিতরে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ ॥ আপনি ভালো করে দেখেছেন ?

ডাঃ ঘোষ ॥ হ্যাঁ, যা দেখবার আমি দেখে নিয়েছি। আপনার দাদাকে পাগল প্রতিপন্ন করা যাবে না। উনি পাগল নন, খেয়ালী। জিনিয়াস মাত্রেই একটু খেয়ালী হয়।

ভূষণ ॥ কিন্তু আমাদের তো মনে হয় উনি পাগল।

ডাঃ ঘোষ ॥ না। কাল সমস্ত দিন রাত আপনার দোতলার ঘর থেকে ওঁকে আমি ভালো করে লক্ষ্য করেছি। মুগ্ধ হয়ে গেছি ওঁর কামান আর পিয়ানো দেখে। উনি জিনিয়াস, পাগল নন।

ভূষণ ॥ আপনাকে কত দিতে হবে ?

ডাঃ ঘোষ ॥ দু'শো টাকা।

ভূষণ। তা দেব। কিন্তু (গলাখাঁকারি দিয়ে) মানে যদি আপনি—

ডাঃ ঘোষ ॥ (হেসে) বুঝতে পেরেছি। আমি যদি মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়ে জগদীশবাবুকে পাগল প্রতিপন্ন করে দিই, আপনার বৈষয়িক সুবিধা হয়। আর তার জন্যে আপনি আমাকে আরও বেশী টাকা দেবেন—এই তো ?

ভূষণ। দু' হাজার টাকা দেব।

ডাঃ ঘোষ। ধন্যবাদ। আমাদের দেশে বিবেকহীন ডাক্তার আছে বলেই আপনার এই সাহস। কিন্তু আপনি ভুল করেছেন। আমি আলাদা জাতের লোক। আমার ফি-টা কি এখনই দেবেন ?

ভূষণ। এই যে—

[পকেট থেকে টাকা বার করে' দিলেন। তিনখানা একশ' টাকার নোট]

ডাঃ ঘোষ। বললাম তো আমার ফি দুশো টাকা। বেশী দিচ্ছেন কেন?

ভূষণ॥ কথাটা যেন প্রকাশ না পায়।

ডাঃ ঘোষ॥ পাবে না। কিন্তু আপনি যদি অন্য ডাক্তার ডেকে ওঁকে পাগল বানাবার চেষ্টা করেন আমি প্রতিবাদ করব।

[একখানা নোট ফেরত দিয়ে চলে' গেলেন। সহসা ভৈরব বাবার কণ্ঠস্বর লাউড স্পীকারে শোনা গেল। ভূষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে শুনতে লাগলেন]

কণ্ঠস্বর॥ ইংরেজ ভারত ভাগ করে' শাসনভার আমাদের দিয়ে চলে গেছে। এ ভার বড় গুরুভার। এ ভার বহন করবার যোগ্যতা না থাকলে আবার ছারখার হয়ে যাবে সব। আমরা সচ্চরিত্র—বলে যদি বলীয়ান না হতে পারি তাহলে হুড়মুড়িয়ে সব ভেঙে পড়বে আবার। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। স্বাধীনতাকে যদি রক্ষা করতে চাও বীর হও, মানুষ হও, সাধক হও, সেবক হও, একাগ্র হও, সমর্থ হও। স্বাধীনতা অমূল্য ধন, সে ধন যখন পেয়েছ তখন তা রক্ষা করবার শক্তি অর্জন কর। স্বাধীনতার হর্ম্য দাঁড়িয়ে থাকে দেশের সম্মিলিত শক্তির উপর। সে শক্তি কি আছে আমাদের? নিজেকে বার বার এই প্রশ্ন কর—সে শক্তি কি আছে?…

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

একই দৃশ্য। ভূষণবাবুর ইলেকশন সভা আরম্ভ হয়েছে। তাঁর ক্যান্‌ভাসাররা প্রত্যেকে গেঁদা ফুলের মালা পরে' বসে আছেন। প্রত্যেকের কপালে চন্দনের টিপও রয়েছে। ভূষণ করজোড়ে বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। জগন্নাথ বিশ্বাস, বিনয় মিত্র, সৌরেন গাঙ্গুলী, দুলাল চৌবে এবং আরও কয়েকজন শতরঞ্চির উপর বসে আছেন; কুন্তী দেবীও এসেছেন, কিন্তু তিনি শতরঞ্চির উপর বসেন নি। তিনি আলাদা একটি চেয়ারে বারান্দার উপর বসে' আছেন। তাঁর গলায় ফুলের মালা বা কপালে চন্দনের টিপ নেই। তিনি একটি সুদৃশ্য নাইলনের শাড়ি পরে' আছেন। মাথায় একটি লাল গোলাপ ফুল গোঁজা। জগদীশবাবুর ঘরের জানলাগুলি সব খোলা। কনিষ্টের ঘরেরও। দেখে মনে হচ্ছে ওঁরাও এ সভার সম্বন্ধে উদাসীন নন, যদিও এখনও ওঁদের কাউকে সভায় দেখা যাচ্ছে না। ভূষণ প্রাথমিক বক্তৃতা আরম্ভ করল।

ভূষণ। নমস্কার। আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা সবাই আমার আত্মীয়, আমার ঘর আপনাদেরই ঘর। তবু আনুষ্ঠানিকভাবে আজ আপনাদের পুষ্প-চন্দন-চর্চিত করে' অভ্যর্থনা করছি কারণ আমরা যা করতে যাচ্ছি তা শুধু ইলেকশন ক্যাম্‌পেন নয়, তা পূজা। দেশমাতৃকার পূজা! আপনারা তাঁর প্রতিভূ। আমাদের দেশে পূজাকে কেন্দ্র করে' ছোট বড় উৎসব হয়। তাই এই শুষ্ক ইলেক্‌শন ক্যাম্‌পেনকে কেন্দ্র করে আমি সামান্য উৎসবের আয়োজন করেছি। আমি জানি সাধারণ ইলেক্‌শন্‌ ক্যাম্‌পেনে এ ধরনের সভা হয় না, আপনারা হয়তো আমার এই উৎসব-প্রবণতাকে উপহাস করবেন, তবু আমি আমার এই প্রবণতাকে দমন করতে

পারি নি, দমন করতে চাই নি। কারণ আমরা দেশবাসীকে জানাতে চাই আমাদের এই ক্যাম্পেন দেশকে পূজা করবার অধিকার প্রার্থনার ক্যাম্পেন। পূজা কথাটারই উপর আমি জোর দিতে চাই—

[সহসা ভূষণ থেমে গেল। সদলবলে তীর এসে প্রবেশ করল। জগদীশবাবুর ঘরের বারান্দার উপর উঠে দাঁড়াল তারা। ভূষণ সবিস্ময়ে চেয়ে রইল তাদের দিকে]

তীর। ভূষণবাবু, ক্ষমা করবেন, আপনার এই সভায় আমরাও এসে পড়লুম। আমরাও সবাই ভোটার। আমরাও একদিন আপনার দলে ছিলাম, কেন আপনাকে ছেড়েছি তা বলতে চাই এ সভায়।

ভূষণ ॥ এটা প্রাইভেট সভা। এখানে বিনা নিমন্ত্রণে তোমরা এলে কেন?

[কনিষ্ঠ ভিতর থেকে বেরিয়ে এল]

কনিষ্ঠ ॥ ওরা বিনা নিমন্ত্রণে আসে নি। আমি ওদের নিমন্ত্রণ করেছি। এ বাড়িতে তুমি ছাড়াও আর একজন প্রার্থী আছে। তারও সমান অধিকার আছে এ রকম সভা ডাকবার।

ভূষণ ॥ নিশ্চয়ই আছে। অমিতাভ কোথায়?

কনিষ্ঠ ॥ সে ভৈরব বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। নিজের জন্যে কোনও প্রোপ্যাগাণ্ডা করতে চায় না সে। তার মতে নিজের ঢাক নিজে বাজিয়ে আত্মপ্রচার করা অনুচিত। সে বলেছে সে যে একজন প্রার্থী এইটি শুধু সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হোক। লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে যদি নির্বাচন করে ভালই, যদি না করে তাতেও তার দুঃখ নেই। কিন্তু আমরা জানি অতটা নির্বিকার থাকলে ইলেক্‌শনে জেতা যায় না। তাই আমরা ঠিক করেছি তার জন্যে চেষ্টা করব।

ভূষণ ॥ কিন্তু এখানে প্রাইভেট সভায় এসে হাঙ্গা না করে' অন্যত্র সে চেষ্টা করলে কি ভালো হ'ত না?

তীর ॥ পাবলিক ব্যাপারে প্রাইভেট কোন কিছু থাকবে কেন। Everything

should be above board—তাছাড়া আমরা হাল্লা করব তাই বা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন? আমরা আপনার বক্তব্য শুনব। প্রয়োজন হলে দু'একটা প্রশ্ন করব।

দুলাল চৌবে ॥ বেশ তো, বেশ তো ওঁরা থাকুন না, এতে আপত্তি কি আছে?

বিনয় মিত্র ॥ প্রশ্ন করলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে। উত্তর দিয়ে ওঁদেরও আমরা convince করতে পারব।

জগন্নাথ বিশ্বাস ॥ আমাদের বক্তব্য শুনে ওঁরাও আমাদের দলে আসতে পারেন।

সৌরেন গাঙ্গুলী ॥ ভালই হয়েছে আপনারা এসেছেন। কোথায় বসবেন?

তীর ॥ আমরা এই বারান্দাতেই বসছি।

[সকলে বসে পড়লেন। জগদীশ ও নীলকান্তর প্রবেশ। তাদের পিছু পিছু রতন ঢুকল দুটো চেয়ার নিয়ে। জগদীশ ও নীলকান্ত চেয়ারে বসলেন। রতন ভিতরে চলে গেল]

জগদীশ ॥ আমি ভেবেছিলাম আজ আরও এক সার আলো টাঙাব। কিন্তু সভার গোলমালে তা আর হল না। তাই ঠিক করলুম তোমাদের বক্তৃতাই শুনব আজ। অবশ্য এসব বক্তৃতায় আমার আস্থা নেই। আমি জানি empty vessel sounds much—ভূষণকে অনেকদিন আগেই বলেছিলাম যদি সত্যি সত্যি দেশের কাজ করতে চাও গ্রামে গিয়ে গরীবদের সঙ্গে বাস কর, তাদের দুঃখ নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব কর। কাউন্সিলে গিয়ে আর কি হবে? সেখানে তো হাততোলা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। সেখানে নিজের বিবেককে বলিদান দেবার জন্যে পার্টির খুঁটিতে বাঁধা থাকতে হবে।

বিনয় মিত্র ॥ [হেসে] বক্তৃতায় যদি বিশ্বাস নেই তাহলে বক্তৃতা শুনতে এলেন কেন দাদা?

জগদীশ ॥ ছেলেবেলায় যাত্রা শুনতে খুব ভালবাসতুম। এখনও বাসি। সেকালে রাধু কেরাণী রাবণের পার্ট খুব চমৎকার করত। পলিটিক্যাল রাম-রাবণের

যুদ্ধ, পাণ্ডব-কৌরবের তর্জনগর্জনও মন্দ লাগে না, যদি তারা ভালো অভিনয় করতে পারে।

কুন্তী ॥ [দাঁড়িয়ে উঠে, তীরের দিকে চেয়ে] আমাদের বক্তব্য শোনার আগে আপনাদের বক্তব্য শুনতে চাই। আমাদের বক্তব্য ছাপা হয়েছে, সেগুলি এখনই আমরা বিতরণ করব।

ভূষণ ॥ [ভিতরের দিকে চেয়ে] মোহন, ছাপা বইগুলো এনে সবাইকে দাও।

[মোহন ছাপা প্যামফ্লেট বিলি করে গেল]

তীর ॥ এটা আমি পড়েছি।

কুন্তী ॥ তাহলে বলুন কি প্রশ্ন করতে চান আপনি।

তীর ॥ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারিতে যে শপথ আমরা গ্রহণ করেছিলাম, যে শপথে আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলাম কেন আমরা ইংরেজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করতে চাই, যে শপথ প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে গিয়ে দেশের অনেক নেতা এবং ছাত্র পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন, মারাও গিয়েছিলেন কয়েকজন, সে শপথের কথা কি আপনাদের মনে আছে? সে শপথে ছিল, আমরা স্বাধীনতা চাই কারণ জীবনধারণের জন্য যা অপরিহার্য তা আমরা পাই না। এখন কি পাই? এখন আমরা খেতে পর্যন্ত পাই না। আপনারা কি তার ব্যবস্থা করবেন? মৌখিক প্রতিশ্রুতি ভূষণবাবুর দল আগেও দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন কি? সে শপথে ছিল আমরা ইংরেজের শাসন থেকে মুক্তি দাবী করি কারণ সে শাসনে আমাদের পূর্ণাঙ্গ উন্নতির সুযোগ নেই। এখন কি আছে? এখন আমাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা পাচ্ছে তা কি শিক্ষা? কোট-প্যাণ্ট-পরা মূর্খ বেকারে তো দেশ ভরে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় আর স্কুল-কলেজেও জঘন্যতম অসাধুতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। তার কোন প্রতিকার নেই কেন? গভর্ণমেণ্ট ছাত্রদের শাসন করতে ভয় পান, কারণ ছাত্রদের হাতেই ভোট। সে শপথে আর

একটা কথাও ছিল যে আমাদের আয়ের অনুপাতে ইংরেজরা অনেক বেশী কর আদায় করেন। আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট কি অনুপাতে কর আদায় করছেন এখন? করের চাপে আমাদের জিব বেরিয়ে গেছে, আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছে—গভর্ণমেণ্ট তা দেখেছেন কি? সে শপথে ছিল ইংরেজরা আমাদের কুটিরশিল্প এবং চাষীদের উন্নতির কোন চেষ্টাই করেন নি। আমাদের গভর্ণমেণ্ট নানারকম পরিকল্পনা বানিয়ে সে চেষ্টা করেছেন অবশ্য, কিন্তু ফল কি হয়েছে? আমাদের দেশের প্রতিভাবান শিল্পীরা আজও অজ্ঞাত, অখ্যাত দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পিষ্ট। পুরস্কৃত হচ্ছেন খোশামুদেরা। উদাহরণ আমাদের এই সভাতেই রয়েছেন। শ্রদ্ধেয় জগদীশদা।

[জগদীশ উঠে দাঁড়ালেন]

জগদীশ ॥ আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন আবার। আমি চললুম।

[চলে গেলেন। নীলকান্ত বসে রইলেন]

তীর ॥ শ্রদ্ধেয় জগদীশদা প্রতিভাবান বিজ্ঞানী এবং শিল্পী। তিনি ঘরে বসে' সস্তায় ট্রানজিস্টার করেছিলেন। টাকা পেলে ঘরে বসেই তিনি সস্তা ট্রানজিসটার তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু বার বার আবেদন করেও তিনি গভর্ণমেণ্টের দপ্তর থেকে কোন সাড়া পান নি। চাষের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট বড় বড় বাঁধ বেঁধেছেন কোটি কোটি টাকা ধার করে, কিন্তু গরীব চাষীরা উপকৃত হয় নি। উপকৃত হয়েছে কতকগুলো চোর। আমাদের দলের নিবারণবাবু চাষী, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা নিজেই বলবেন। গভর্ণমেণ্ট যেসব কুটিরশিল্পের দোকান করেছেন সেখানে যাঁরা কর্মচারী তাঁরা তাঁদের পেটোয়া লোক। যে শিল্পের নিদর্শন সেখানে থাকে তা প্রায়ই মহৎ শিল্প নয়, বেতনভোগী মজুরদের ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। সে সব দোকানের প্রত্যেকটি জিনিস অগ্নিমূল্য। সে সব দোকানের বিক্রেতারা উদ্ধত, কারণ তারা গভর্ণমেণ্টের চাকুরে, দোকানের উন্নতি-অবনতির তোয়াক্কা রাখে না।

২৬শে জানুয়ারির শপথে আর একটা কথাও ছিল, আমাদের নেতারা বলেছিলেন আমরা ইংরেজদের অধীনে থাকতে চাই না, কারণ আমাদের দেশের মানী লোকদের মান তাঁরা রাখেন না—the tallest of us have to bend before foreign authority; আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্টেও কি তা হচ্ছে না? আমাদের দেশের যাঁরা tallest তাঁদের মধ্যে দু'চার জন গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদ পেয়েছেন স্বীকার করি, কিন্তু অধিকাংশই তো অবজ্ঞাত, অপমানিত অনেকে।

ভূষণ॥ তুমি যা বলেছ তা অতিরঞ্জিত। মানছি গভর্ণমেণ্ট অনেক জায়গায় ভুল করেছেন। কিন্তু ভুল সংশোধন করবারও চেষ্টা করছেন তাঁরা।

তার॥ তার কোনও প্রত্যক্ষ ফল তো দেখা যাচ্ছে না। নিবারণবাবু আপনি আপনার কথা বলুন। নিবারণবাবু চাষ করেন, গ্রামে থাকেন। চাষের উন্নতিকামী গভর্ণমেণ্টের কাছে উনি কি ব্যবহার পেয়েছেন শুনুন।

[নিবারণবাবু উঠে দাঁড়ালেন। খদ্দরের জামা-কাপড়-পরা বলিষ্ঠ লোক। পুষ্ট একজোড়া গোঁফ আছে]

নিবারণ বাবু॥ গভর্ণমেণ্ট চাষের উন্নতির জন্য নানারকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমরা গ্রামের চাষীরা তা শুনেছি। নানা রঙের নানা ঢঙের অফিসাররা এসে তা আমাদের শুনিয়ে গেছেন। রেডিওতেও শুনি। কিন্তু কার্যত আমরা কিছু পাই নি। গভর্ণমেণ্ট ভালো বীজ দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু চিঠি লিখে লিখে হয়রান হয়ে গেছি বীজ পাই নি। ঘুস চায়। গভর্ণমেণ্ট বলেছিলেন সার দেবেন। গ্রামের যেখানে যত সার ছিল তা তাঁরা নিয়ে গিয়ে জমা করেছেন শহরে। নানারকম কেমিক্যাল সার আর প্রতিষেধক ওষুধও নাকি সেখানে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সার দেন যে অফিসাররা তাঁদের মর্জি না হলে সার পাওয়া শক্ত। তিনবার গাড়িভাড়া খরচ করে গেলাম, কিন্তু পেলাম না। খরচ করে' পাম্প বসিয়েছি, কিন্তু পাম্প চলে না, সর্বদাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কাছে-পিঠে সারাবার ব্যবস্থা নেই।

টিউবওয়েলেরও সেই অবস্থা। গভর্ণমেন্টের অফিসাররা চাষের জমির কাছে থাকেন না। থাকেন শহরে, অসুবিধা হলে তাঁদের পরামর্শ পাওয়া যায় না। নদীতে বাঁধ বেঁধে চাষের জন্য যে জল সরবরাহ করা হবে শুনেছিলাম সে জলের এত দাম যে গরীবরা তা কিনতে পারে না। এই সব কারণে চাষের অবস্থা আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে। দিন দিন খারাপই হচ্ছে বরং—

ভূষণ॥ এই সবের প্রতিকার করব বলেই তো বিধানসভায় ঢুকতে চাইছি আমি।

তীর॥ গতবারও আপনি ঢুকেছিলেন। কি প্রতিকার করেছেন ?

[কুন্তী উঠে দাঁড়াল]

কুন্তী॥ এটা ভুলে যাবেন না বিধানসভার সদস্যরা চেষ্টাই করতে পারেন, আর কিছু করতে পারেন না। মেজরিটি ভোটে যা গৃহীত হবে তা তাঁকে মানতে হবে।

তীর॥ তা আমি জানি। কিন্তু মেজরিটি ভোটে যদি কোনও অন্যায় প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহলে সে বিধানসভা ত্যাগ করে চলে আসা উচিত ; তাছাড়া ভূষণবাবু তাঁর পার্টির বিরুদ্ধে কোন কিছু করেছেন বলে আমার জানা নেই।

জগন্নাথ বিশ্বাস॥ দেখুন, এসব বিতর্ক করে কোন লাভ নেই। আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে আমরা চলব। ফলাফল যা-ই হোক। ভূষণবাবুকে আমরা যোগ্য লোক মনে করি। তিনি যাতে নির্বাচিত হন সেজন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে আপনাদের সমালোচনা শুনতে আমাদের আপত্তি নেই। আর কেউ কিছু বলবেন ?

তীর॥ যতীনবাবু, আপনার যা বলবার আছে বলুন।

[যতীনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। চোখে হাই-পাওয়ার চশমা। প্রৌঢ়ত্বের

সীমা অতিক্রম করেছেন। তীক্ষ্ন নাক। গোঁফ-দাড়ি কামানো। মাথার সামনের দিকে ঈষৎ টাক]

যতীনবাবু ॥ আমি মশাই পুলিশে কাজ করতাম। মানে, দারোগা ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি রাখতে পারি নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পরে আমার উপর-ওলা একজন অফিসার বললেন, যদি চাকরির উন্নতি চাও আমাকে মাসে দু'শ টাকা করে দিতে হবে। বললাম, দু'শো টাকা আমি কোথা থেকে পাব সার। তিনি বললেন যেমন করে' হোক পেতে হবে। রাইট অ্যাণ্ড লেফট্ ঘুস নাও আর তার ভাগ আমাকে দাও। আমি যদি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হতাম আমার চাকরির উন্নতি হত। কিন্তু আমার দুর্বুদ্ধি হল আমি তাঁর নামে উপরে কমপ্লেন করলাম। তাঁর কিছু হল না, আমার চাকরিটা গেল। একজন হোমরা-চোমরা মিনিস্টার তাঁর আত্মীয় ছিলেন। আপনাদের কাছ থেকে আমি কোন সুবিচার পাই নি।

[ব'সে পড়লেন। আর একজন উঠলেন। লোকটি রোগা, ঝোলা গোঁফ, গায়ে একটি লম্বা গলাবন্ধ কোট। জগদীশও আবার নিঃশব্দে এসে চেয়ারে বসলেন]

তীর ॥ যোগেনবাবু, আর একটু এগিয়ে আসুন।

[যোগেনবাবু এগিয়ে এলেন। বাঁ হাত দিয়ে গোঁফ মুছলেন]

তীর ॥ [হেসে] জগদীশদা আবার ফিরে এলেন যে ?

জগদীশ ॥ ভিতরে একা ভালো লাগল না। এখানেই বসি।

তীর ॥ যোগেনবাবু বলুন।

যোগেন ॥ আমি একজন শিক্ষক। একটা স্কুলে মাস্টারি করতাম। খুব কম বেতন ছিল। তাও নিয়মিত পেতাম না। তবু একটা আদর্শের জন্য দারিদ্র্য সহ্য করেও ছিলাম সেখানে। কিন্তু আমার আদর্শও শেষ পর্যন্ত টিকল না। সে স্কুলে বাঙালী ছেলে শতকরা আশি জন। বাংলার মাধ্যমে সেখানে পড়ানো হ'ত। উপর থেকে হঠাৎ হুকুম এল হিন্দীর মাধ্যমে না

পড়ালে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে না। একমাত্র আমিই তার প্রতিবাদ করলাম। কেউ গ্রাহ্য করলে না সে প্রতিবাদ। ফলে আমাকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হল। সে স্কুলে এখন জোর করে বাঙালী ছেলেদের হিন্দী পড়ানো হয়। আমি টাকা নিয়ে কখনও টিউশনি করি নি। যারা আমার বাড়িতে আসত বিনা বেতনে তাদের পড়িয়ে দিতাম। আমার জায়গায় যিনি এসেছেন তিনি চুটিয়ে প্রাইভেট টিউশনি করছেন। তাঁর বাড়িতে সকাল-সন্ধে পাঠশালার মতো বসে। প্রত্যেকের কাছ থেকে মাইনে নেন তিনি। যে ছেলে বেশী টাকা দেয় তাকে কোশ্চেন পর্যন্ত ব'লে দেন। তিনি খোশামোদ-পটু ওস্তাদ লোক। তাঁর মাইনেও বেড়েছে শুনছি। আমি আদর্শ শিক্ষক হতে চেয়েছিলাম স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট সে সুযোগ আমাকে দিলেন না। আমাকে এখন ক্যানভাসার হতে হয়েছে। মুদীর দোকানও করেছি একটা।

[ব'সে পড়লেন। উঠলেন ডাক্তার বোস। বুক-খোলা কোট গায়ে। পকেটে স্টেথোস্কোপ। হৃষ্ট-পুষ্ট গোল মুখে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি]

ডাক্তার বোস। আমার কথাটাও শুনুন তাহলে। আমি এক হাসপাতালে চাকরি করতুম মশাই। টিকতে পারলাম না। ওষুধপত্র কিছু নেই, চিঠি লিখে লিখে হয়রান। কোন উত্তরও নেই। রোজ একপাল রোগী, কি দিয়ে তাদের চিকিৎসা করি বলুন। এর উপর আছে গভর্ণমেণ্ট অফিসারদের হুমকি। পালিয়ে এলুম। আমার জায়গায় যিনি এসেছেন তিনি গভর্ণমেণ্টের পেয়ারের লোক, তিনি কিছু ওষুধপত্র পেয়েছেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের চেয়ারে ব'সে তিনি প্রতি রোগীর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে চিকিৎসা করেন। খুব টাকা পিটছেন শুনেছি, যে যা দেয় তাই নেন। এ গভর্ণমেণ্টে আদর্শবাদী লোকের স্থান নেই। এঁরা গ্রাম-পঞ্চায়েত করেছেন আজকাল। কিন্তু তা হয়েছে আমাদের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের নতুন রূপ। ওদের মধ্যে ভাল লোক বেশী নেই। সবই প্রায় ঘুঘু।

[জগদীশ আবার উঠে পড়লেন]

জগদীশ ॥ নাঃ! ওরে ভিতরে গিয়ে লুডো খেলি চল। যাত্রা ঠিক জমছে না। আয় [একটি ছেলেকে ইশারা করলেন]

ছেলেটি ॥ যাবার আগে তাহলে আমিও একটা কথা ব'লে যাই! কলেজে মিউজিক আমার একটা বিষয় ছিল। সবাই বলত আমি সেতার খুব ভাল বাজাই। ফাইনাল পরীক্ষার সময় যিনি পরীক্ষক হয়ে এলেন তিনিও আমার সেতার শুনে বললেন আমার বাজনা খুব ভাল লেগেছে তাঁর। কিন্তু তিনি আমাকে পাঞ্জাবী ভেবেছিলেন। আমাদের প্রিন্সিপালের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে তিনি বললেন ওই পাঞ্জাবী ছেলেটি চমৎকার বাজিয়েছে। কিন্তু প্রিন্সিপাল বললেন—উহ্ তো বাঙালী হ্যায়। পরীক্ষার ফল যখন বেরুল তখন দেখলাম প্রিন্সিপালের মেয়ে বাজনায় ফার্স্ট হয়েছে, আর আমি লাস্ট।

জগদীশ ॥ এসব নিয়ে কেন দুঃখ করছিস তুই। তোদের তো কতবার বলেছি ওরা গদি দখল করেছে ওরা এখন হাতে মাথা কাটবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস খুলে দেখ, যে যখন সিংহাসন দখল করেছে সে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে কিসে তার প্রভুত্ব বজায় থাকে। এ চিরকাল হয়েছে, এখনও হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে। মাইট ইজ রাইট—এ কথাটা মিথ্যে নয়। চল এ ঘ্যানোর ঘ্যানোর আর ভাল লাগছে না।

[কনিষ্ঠ উঠে দাঁড়াল]

কনিষ্ঠ ॥ কিন্তু দাদা আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করব না তা বলে?

জগদীশ ॥ কর। হাতী যখন বাজার দিয়ে যায় হাজার হাজার কুকুর তার প্রতিবাদ করে। কিন্তু হাতী কখনও সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেছে বলে শুনি নি। এর সত্যিই যিনি প্রতিকার করেন, তিনি হঠাৎ যুগে যুগে আসেন, এবারও আসবেন, তাঁর আগমন আসন্ন। তাঁকে অভ্যর্থনা করব বলেই আমি দীপালী সাজিয়ে রেখেছি! চল—

[ছেলেটি ও জগদীশের প্রস্থান]

তীর ॥ তবু আমরা প্রতিবাদ করব। একবার নয়, বারবার করব। প্রতিবাদই গণতন্ত্রের বিবেককে জাগিয়ে রাখে! কনিষ্ঠ আমি যাচ্ছি। একটু পরেই বেরুব আমরা। গাড়ি নিয়ে আসছি আমি।

নিবারণ বাবু ॥ আমরাও তাহলে চললাম।

[তীরের সঙ্গে নিবারণবাবু, যতীনবাবু, যোগেনবাবু ও ডাক্তার বোস চ'লে গেলেন। নীলকান্ত একধারে বসে নীরবে লিখছিলেন। তাঁর 'পথ' কাগজের জন্যে 'নোট' লিখছিলেন সম্ভবত। তারের কথায় তিনি মুখ তুলে চাইলেন]

নীলকান্ত ॥ আমাদের এখন freedom of speech আছে! যত খুশী মৌখিক প্রতিবাদ আমরা করতে পারি। কিন্তু ইতিহাসের নজীর হচ্ছে তাতে কোন ফল হয় না। সক্রিয় প্রতিবাদ করতে হয়, তার জন্যে দুঃখ ভোগ করতে হয়। আজ যাঁরা আমাদের নেতা তাঁরাও এককালে জেল খেটে অনেক দুঃখ ভোগ করেছিলেন।

কনিষ্ঠ ॥ জেল খেটে দুঃখ ভোগ আমিও করেছিলাম, আপনি করেছিলেন, তীরও করেছিল। কিন্তু আমরা কেউ নেতা হ'তে পারি নি। আদর্শকে বিসর্জন দিতে না পারলে গদি পাওয়া যায় না। খাঁটি সোনার গয়না হয় না। তাতে খাদ মেশাতে হয়।

[কুন্তী উঠে দাঁড়ালেন। মুখে মৃদু হাসি]

কুন্তী ॥ সোনা হয়ে লাভ কি কনিষ্ঠ যদি তা অলঙ্কারে রূপান্তরিত না হ'তে পারে। সত্যি সত্যি তা যদি অলঙ্কার হ'য়ে উঠতে পারে তাহলে একটু আধটু খাদে আপত্তি করা উচিত নয়।

কনিষ্ঠ ॥ উচিত কিনা সে তর্কে আপনার কাছে আমি হেরে যাব! কারণ আপনি খাদ-বিশারদ। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি আমরা আদর্শকে খাটো করতে পারি নি বলেই সংখ্যা-লঘুদের দলে পড়ে আছি।

কুন্তী ॥ আপনাদের দলে ক্রুন্টিয়ার গান্ধী, বাদশা খাঁনও আছেন। তাঁর সারা জীবনই তো জেলে কাটল। আপনার কথা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে যে সংখ্যা-লঘুদের দলে পড়ে গেছেন ব'লে আপনার মনে একটু দুঃখ আছে। সংখ্যা-গরিষ্ঠদের দলে ঢুকতে পারলে যেন খুশী হতেন।

কনিষ্ঠ ॥ নিশ্চয়ই হতাম! সংখ্যা-গরিষ্ঠের দলেই তো ঢুকতে চাই, কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নয়, আমাদের উজ্জ্বল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে।

[সৌরেন গাঙ্গুলি উঠে দাঁড়ালেন]

সৌরেন ॥ আমরাও তাই চাই। আমরা যে সব প্রার্থীকে দাঁড় করাই তাঁরা সবাই আদর্শবাদী সৎ লোক।

কনিষ্ঠ ॥ না, তা নয়। আমি নাম করতে চাই না কিন্তু আমি জানি সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের পৃষ্ঠপোষকতায় এমন অনেক লোক বিধানসভায় ঢুকেছেন যাঁরা কালোবাজারী, গুণ্ডা, লম্পট, মাতাল, চোর, মতলববাজ।

সৌরেন ॥ আপনার দাদা ভূষণবাবুকেও কি আপনি উপযুক্ত লোক মনে করেন না?

কনিষ্ঠ ॥ না, করি না।

সৌরেন ॥ কেন, করেন না? তিনি চিরকাল সমাজসেবা ক'রে এসেছেন, দেশের লোক সস্তায় ওষুধ পাবে ব'লে অনেক লোকসান সহ্য করেও তিনি একটা ওষুধের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন, উনি এখানে খদ্দরের দোকান করেছেন। দেশের ছেলেমেয়েরা যাতে খাঁটি দুধ-ঘি পায় তার জন্যে উনি গোপালন সমিতি করেছেন—

কনিষ্ঠ ॥ উনি আমার দাদা, প্রকাশ্য সভায় আমি ওঁর কার্যকলাপের সমালোচনা করতে চাই না। তবে আমার মতে উনি বিধানসভায় যাওয়ার উপযুক্ত লোক নন।

সৌরেন ॥ আপনার এ অভিমত অন্যত্র প্রচার করুন গিয়ে। এখানে সুবিধে হবে না।

ভূষণ ॥ না, না, সৌরেন। সকলের অভিমত আমরা শুনব। সকলের অভাব-অভিযোগ আমাদের জানতে হবে, তবেই আমরা ওদের সেবা করতে পারব। দুঃখ-কষ্ট মোচন করতে হলে সেগুলো কি তা জানা দরকার। আপনি কিছু বলবেন কি? আপনার কি দুঃখ-কষ্ট বলুন।

[ভূধরবাবু নামক একজন গ্যাট্টাগোঁট্টা ভদ্রলোক এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসেছিলেন। তাঁকে তীর ডেকে এনেছিল। তিনি কিছু বলেন নি, সবার কথা শুনছিলেন। তাঁর বড় বড় চোখ দুটি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছিল; তিনি হয়তো কিছু বলতেন না, কিন্তু ভূষণবাবুর কথায় উঠে দাঁড়ালেন]

ভূধরবাবু ॥ আপনি মশাই ন্যাকা না কি, আমাদের দুঃখ-কষ্ট কি তা জানেন না? আমরা খেতে পাচ্ছি না, মাথা গোঁজবার জায়গা পাচ্ছি না, আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে ভরতি হতে পাচ্ছে না, ভরতি হলেও শিক্ষা পাচ্ছে না। ভালোভাবে পাশ করলেও রোজকার করবার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। অমিতাভর মতো হীরেরটুকরো ছেলেও খোশামোদ করতে পারে নি বলে চাকরি পায় নি। ধরাধরি আর ঘুষ, কালোবাজার আর যথেচ্ছাচার এইতো চলছে খালি। এসব কি আপনি জানেন না? ন্যাকামি করছেন কেন? আপনাদের বৈঠক আর অধিবেশন, টুর আর শুভ উদ্‌ঘাটন এইতো হচ্ছে খালি, আর হচ্ছে কি! মধ্যবিত্ত সমাজ তো মরে গেল, অনেকের বাড়িতে দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না। বাজারে দাউ দাউ করে আগুন জলছে। প্রতিটি জিনিস অগ্নিমূল্য। এসব কি আপনার অজানা? ন্যাকামি করছেন কেন মশাই? আপনার খদ্দরের দোকান থেকে কাপড় কিনে দেখলাম অর্দ্ধেক সুতো মিলের। আপনার গোপালন সমিতির দুধ জল মেশানো, ঘি ভেজিটেবল তেলে ভরতি—

[দুলাল চৌবে উঠে দাঁড়ালেন]

দুলাল। ভূষণবাবু, এঁরা ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করছেন। আশা করেছিলাম এঁরা এঁদের বক্তব্য ভদ্রভাবে বলবেন, তাই এঁদের আহ্বান করেছিলাম কিন্তু আপনার মতো লোককে ওঁরা যে ভাবে অপমান করছেন তাতে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে—

ভূধরবাবু॥ তা তো উঠবেই! উনি যে আপনার ছেলের চাকরি করে দিয়েছেন। চললুম—

[গটগট করে' চলে গেলেন। বিনয় মিত্র এতক্ষণ বসে সিগারেটে রিং করছিলেন। তিনি এইবার উঠে দাঁড়ালেন]

বিনয়॥ এসব কি বাজে গজল্লা হচ্ছে! এখানে মীটিং না করে' ভিতরে করা উচিত ছিল। বাজে লোকের ভীড় জমে গেছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।. ভিতরে চলুন।

ভূষণ॥ তাই চল।

কুন্তী॥ [নীলকান্তবাবুকে] আপনার কাছ থেকে একটা তেজস্বিনী বক্তৃতা শুনব আশা করেছিলাম। আপনি আমাকে হতাশ করলেন।

নীলকান্ত॥ [হেসে] আমি সম্পাদক, যা বলি লিখে বলি, মুখে বলি না।

কুন্তী॥ আপনার লেখা আমি নিয়মিত পড়ি। গতমাসের 'পথ'-এ যে সম্পাদকীয় বেরিয়েছিল—'হবে না হবে না খোল তরবার এসব দৈত্য নহে তেমন'—তাতে আপনার নির্ভীকতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

নীলকান্ত॥ শুধু অবাক হলে চলবে না, সবাক সক্রিয় হতে হবে। জড়তাই আমাদের দুর্দশার কারণ। তোমরা জাগো, সত্যি জাগো—না জাগলে মৃত্যু—

[ডাক পিওনের প্রবেশ]

পিওন॥ [নীলকান্তকে] ও আপনি এখানে আছেন! আপনার নামে একটা রেজেষ্ট্রি চিঠি আছে।

[সই করে নীলরতন রেজেষ্ট্রি চিঠি নিলেন]

পিওন ॥ [ভুষণকে] এই আপনার ডাক।

[ভুষণকে এক গোছা চিঠি দিয়ে চলে গেল। ভূষণ সেগুলি একটু উলটে পালটে দেখে না পড়েই পকেটে পুরে ফেললেন। নীলকান্ত নিজের চিঠিটি খুলে পড়লেন। তাঁর চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠল]

নীলকান্ত ॥ [কুন্তীর দিকে চেয়ে] তরবারি কোষবদ্ধ করতে হল।

কুন্তী ॥ তার মানে?

নীলকান্ত ॥ গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে চিঠি এসেছে তারা 'পথ' কাগজের সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করেছেন আর আমাকে জানিয়েছেন 'হবে না হবে না খোল তরবার' প্রবন্ধটির জন্য তাঁরা আমার নামে কেস করবেন।

কুন্তী ॥ কি করবেন তাহলে এখন?

নীলকান্ত ॥ 'পথ' বন্ধ হল, 'রথ' বেরুবে।

[ভিতরে শাঁখ বেজে উঠল]

সৌরেন ॥ হঠাৎ শাঁখ বাজল যে।

ভূষণ ॥ বৌদির পুজো বোধহয় শেষ হল।

কনিষ্ঠ ॥ আমি যাই তাহলে—

[ভিতরে চলে গেল]

বিনয় ॥ ভূষণদা, আর দেরি করছেন কেন? ভিতরে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে ফেলা যাক।

দুলাল ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চলুন।

[ভূষণ সদলবলে ভিতরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা পড়ল। অমিতাভর সঙ্গে ভৈরব বাবা প্রবেশ করলেন! পরণে গেরুয়া, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা; কপালের মাঝখানে বড় সিঁদুরের টিপ! হাতে ত্রিশূল]

ভৈরব বাবা ॥ এই তোমাদের বাড়ি?

অমিতাভ ॥ [সসম্ভ্রমে] আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি বাবাকে খবর দিই]

[ভিতরে চলে গেল]

ভৈরব বাবা ॥ [চারদিকে তাকিয়ে] এখানে কি হচ্ছিল ? সভা ?

ভূষণ ॥ হ্যাঁ।

ভৈরব বাবা ॥ কিসের সভা ?

জগন্নাথ ॥ আমাদেব ইলেকশন মীটিং। ভূষণবাবু এবাব দাঁড়াচ্ছেন কি না। তাই—

ভৈরব বাবা ॥ ও বুঝেছি। কিন্তু অমির বাড়িতে এরকম সভা দেখব তা প্রত্যাশা করি নি।

ভূষণ ॥ এটা শুধু অমিব বাড়ি নয়, আমারও বাড়ি। অমি আমার ভাইপো। আমি তো আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম আমার দলে আসুন, কিন্তু আপনি রাজি হন নি।

ভৈরব বাবা ॥ আমি চাবণ। আমি কারও দলে থাকি না।

দুলাল ॥ চারণ ? চারণ কি আবার ?

ভৈরব বাবা ॥ ইতিহাস পড়ুন, বুঝতে পাববেন। আমাদের কাজ দেশকে জাগানো।

ভূষণ ॥ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, দেশ তো জেগেই আছে।

ভৈরব বাবা ॥ না ঘুমুচ্ছে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে, মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে। তাকে জাগাতে হবে।

ভূষণ ॥ কি করে জাগাবেন আপনি ?

ভৈরব বাবা ॥ আমাদের পূর্বসূরীরা যে সঞ্জীবনী মন্ত্রে সবাইকে জাগাতেন সেই মন্ত্রই বার বার বলব। মাঠে বাটে পথে প্রান্তরে গ্রামে নগরে সর্বত্র বলব—তোমরা জাগো। জাগো জাগো জাগো। তোমরা পশু হয়ে আছো, মানুষ হও, দুর্বল হয়ে গেছ সবল হও।

জগন্নাথ ॥ [অধীর ভাবে] বোগাস। চলুন আমরা ভিতরে যাই। হাটের ভিতর কি মীটিং হয় মশাই ?

ভূষণ॥ বেশ চল।

কুন্তী॥ তোমরা যাও॥ আমি পরে আসছি।

[কুন্তী ছাড়া সকলে ভিতরে চলে গেল। কুন্তী এগিয়ে এসে ভৈরব বাবাকে প্রণাম করল]

ভৈরব বাবা। কে মা তুমি?

কুন্তী॥ আমি আপনার মেয়ে যমুনার সঙ্গে পড়তাম। রায়টের সময় আপনার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে তা আমি জানি। কেবলমাত্র আপনিই যে রক্ষা পেয়েছিলেন এ খবরও আমি পেয়েছিলাম। আপনিই যে কৃষ্ণপদবাবু এ-ও আমি জানি। আমার বাবা বন্ধু ছিলেন আপনার।

ভৈরব বাবা॥ তোমার বাবার নাম কি?

কুন্তী॥ কল্যাণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়?

ভৈরব বাবা॥ ও, কল্যাণবাবুর মেয়ে তুমি? কিন্তু তাঁরাও তো—

কুন্তী। হ্যাঁ, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমিও যেতুম। কিন্তু আমি তখন কলকাতায় বোর্ডিংয়ে ছিলুম।

ভৈরব বাবা॥ ও!

কুন্তী॥ একটা কথা শুনলে হয়তো আপনার তৃপ্তি হবে। যে গুণ্ডার সর্দারটার প্ররোচনায় আমাদের সর্বনাশ হয়েছিল সে বেঁচে নেই। রিভলভারের গুলিতে তার খুলিটা উড়ে গেছে।

ভৈরব বাবা॥ কে করলে এ কাজ?

[কুন্তীর চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে। তারপর কথা বলল]

কুন্তী॥ সেটা আর না-ই জানলেন।

ভৈরব বাবা॥ দু একটা গুণ্ডা মেরে তো লাভ নেই। ওদের নীচ প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে যারা ওদের নাচাচ্ছে তারাই আমাদের শত্রু। তারাই বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছে। আমাদের এখন প্রধান কাজ মানুষ তৈরী করা। বিলাস

ত্যাগ করে তপস্যা করতে হবে সেজন্য। একটা কথা বলছি, কিছু মনে কোরো না। তোমার এই নাইলনের শৌখীন শাড়ি দেখে হতাশ হয়েছি একটু। তুমি কল্যাণকিশোর বাবুর মেয়ে।

কুন্তী॥ আপনাকে সব কথা খুলে বলতে পারব না, কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস করুন। আপনি গৈরিক পরে যা করছেন আমি নাইলনের শাড়ি পরেও তাই করছি। আমাদের লক্ষ্য এক, পথ যদিও আলাদা।

[অমিতাভ ভিতর থেকে বেরিয়ে এল]

অমিতাভ॥ দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন। গিয়ে দেখি মা পুজোর ঘরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। কাল থেকে উপোষ করে ছিলেন। তার উপর আমি ফিরে এসেছি বলে বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়েছেন। মানত ছিল নাকি। মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে হাওয়া করাতে এখন জ্ঞান হয়েছে। দুধও খাইয়ে দিয়েছি একটু। আপনি আসুন [কুন্তীর দিকে চেয়ে] তোমাদের মীটিং হয়ে গেল না কি ?

কুন্তী॥ ঘরের ভিতরে হচ্ছে। চল, আমিও মাকে দেখে আসি।

[ভৈরব বাবা, কুন্তী আর অমিতাভ ভিতরে চলে গেল। ভূষণের ঘরের ভিতর থেকে একটা বাদ-প্রতিবাদ শোনা গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে কে যেন বললেন—

না মশাই, দুশো টাকায় অত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পারব না। পাঁচশ' টাকা চাই আমার সাফ কথা। একটু পরেই ভূষণ বাইরে এলেন পিছনে তার দলবল। দেখা গেল দুলাল চৌবে এক তাড়া নোট তাঁর কোটের ইনার পকেটে ঢোকাচ্ছেন। বাকী সকলের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত]

ভূষণ॥ তোমরা খাবার তাহলে সন্ধের পর খাবে ?

সৌরেন॥ সেই ভালো।

দুলাল॥ আমরা চলি তবে এখন।

ভূষণ ॥ এসো।

[সকলে চলে গেল। ভূষণ একা দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনিও ভেতরে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে কুন্তী ফিরে এল]

কুন্তী ॥ ওঁরা চলে গেলেন ?

ভূষণ ॥ হ্যাঁ।

কুন্তী ॥ কত টাকায় রফা হল ?

ভূষণ ॥ পাঁচশ' টাকার কম কেউ রাজি নয়।
তাই দিলুম।

কুন্তী ॥ আমাকেও তাহলে বাকী দু'শ দিয়ে দাও। আমিও তো তোমার একজন ক্যানভাসার।

ভূষণ ॥ তুমি তার চেয়েও বেশী। তুমিও শাইলকের মতো টাকা আদায় করবে ? তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক—

কুন্তী ॥ তা অত্যন্ত গভীর। সেই গভীরতার মাপে যদি টাকা চাইতাম তাহলে অনেক বেশী দিতে হ'ত তোমাকে। বেশ টাকা চাই না। দুশো টাকার বদলে দুটো অনুরোধ করছি।

ভূষণ ॥ কি অনুরোধ ?

কুন্তী ॥ তোমাকে চেষ্টা করতে হবে যাতে নীলকান্ত বাবুর 'পথ' কাগজটা উঠে না যায়, অমিতাভকে যেন পুলিশ ছেড়ে দেয়।

ভূষণ ॥ পুলিশ আমার অনুরোধ শুনবে কেন ?

কুন্তী ॥ শুনবে। কারণ তুমি ভি. আই. পি. ইলেকশানে জিতলে মিনিস্টার হবে—

ভূষণ ॥ কিন্তু ওরা আমার শত্রুপক্ষ। ওদের বাঁচাতে বলছ কেন, তোমার যুক্তি কি ?

কুন্তী ॥ (হেসে) প্রণয়িনীর আবদারে কি সব সময় যুক্তি থাকে ? অনুরোধ দুটো মনে রেখো কিন্তু : I am serious about it. বল রাখবে ?

ভূষণ ॥ রাখব।

কুন্তী ॥ এই তো লক্ষ্মীসোনা।

[থুতনি নেড়ে আদর করল]

আচ্ছা, চলি তাহলে এখন

[কুন্তী চলে গেল। ভূষণ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। ভিতর থেকে অমিতাভর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—, 'মা তুমি যেও না, দাও আমি নিয়ে যাচ্ছি।

[পরমুহূর্তে মালতী বেরিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ। মালতীর হাতে একটি থালায় পূজার প্রসাদ, ফুল প্রভৃতি রয়েছে।]

মালতী ॥ [অমিতাভকে] আমাকে ছেড়ে দে, আমি যেতে পারব। এই যে ঠাকুরপো বাইরেই আছ। তোমাকে পূজোর ফুল আর প্রসাদ দিতেই যাচ্ছিলুম। এস—

[ভূষণ এগিয়ে এল। মালতী তার মাথায় পূজার ফুল দিলেন]

একটু প্রসাদ মুখে দাও। তোমার মীটিং হ'য়ে গেল ?

ভূষণ ! আশীর্বাদ করুন যেন জয়ী হই।

মালতী ॥ তোমাকে নিয়তই আশীর্বাদ কচ্ছি ঠাকুরপো। যখন বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে প্রথম এসেছিলাম তখন তুমিই তো একা ছিলে বাড়িতে। তুমিই আমার বড় ছেলে। সৎপথে থেকো, নিশ্চয়ই জয়ী হবে। একটু আগে যখন দেখলুম মোহন আর ফাগু বাজার থেকে খাবার আনছে, তাদের মুখ থেকে যখন শুনলাম এখানে মীটিং হবে অথচ সে কথা তুমি আমাদের জানাও নি, তখন একটু কষ্ট হয়েছিল, মনে হয়েছিল তুমি সত্যিই আমাদের পর ক'রে দিয়েছ। মনে সত্যিই কষ্ট হয়েছিল। পুজো করবার পর দেখছি মনটা হালকা হয়েছে, মনে হয়েছে তুমি যাই কর আমি তোমার বৌদি।

ভূষণ ॥ আপনাকে বলি নি, কারণ আপনার শরীর খারাপ, এতগুলো লোকের হাঙ্গামা, আপনি—

মালতী ॥ তুমি যদি বলতে আমি সব ক'রে দিতাম। তোমাকে বাজার থেকে খাবার আনাতে হ'ত না। ১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে তোমার জন্য কলেজের ভাত রেঁধে দিয়েছি, মনে নেই?

অমিতাভ ॥ মা, তুমি বেশী কথা বোলো না। চল ভিতরে চল।

মালতী ॥ [ভূষণকে] প্রসূনের খবর পেয়েছ? কেমন আছে সে?

ভূষণ ॥ হ্যাঁ, আজ তার চিঠি এসেছে মনে হচ্ছে। গোলমালে আর পড়া হয় নি।

[পকেট থেকে চিঠিগুলি বার করলেন]

এই যে প্রসূনের চিঠি

[চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন]

লিখেছে একটু জ্বর হয়েছে

মালতী ॥ তাই না কি! আমাদের ডাক্তার গুপ্ত তো কানপুরে গেছেন। তাঁকে একটা চিঠি লিখে দাও।

ভূষণ ॥ তাই দেব।

অমিতাভ ॥ মা, তুমি ভিতরে চল।

[ভিতর থেকে ধারার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'মা তোমার খাবার দিয়েছি—খাবে এস']

অমিতাভ ॥ চল চল।

[অমিতাভ ও মালতী ভিতরে চ'লে গেলেন। কনিষ্ঠ বেরিয়ে এল। তার হাতে একগোছা ছাপা কাগজ]

কনিষ্ঠ ॥ [ভূষণের হাতে কাগজ দিয়ে] তুমিও একখানা নাও।

ভূষণ ॥ কি এটা?

কনিষ্ঠ ॥ অমিতাভর প্রচারপত্র।

ভূষণ ॥ এই শুনলাম সে কোনও প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা করবে না।

কনিষ্ঠ ॥ এটা প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা নয়, খবর (পড়তে লাগল) সকলের অবগতির

জন্য জানাইতেছি শ্রীঅমিতাভ মল্লিক এম. এ., পি. এইচ-ডি. এবারকার নির্বাচনে একজন নির্দলীয় প্রার্থীরূপে দাঁড়াইতেছেন। শ্রীতীরতীক্ষ্ণ বসু।

ভূষণ ॥ ওর নাম তো কমল বলেই জানতুম। এ রকম অদ্ভুত নাম কি ও নিজে নিয়েছে?

কনিষ্ঠ ॥ মেয়েলি নাম ওর পছন্দ নয়।

[বাইরে একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল]

ভূষণ ॥ কে এল আবার।

কনিষ্ঠ। তীর আমার জন্যে গাড়ি এনেছে বোধহয়।

[কনিষ্ঠ বেরিয়ে গেল। ভূষণও চলে গেল নিজের বাড়ির ভিতর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ ও জগদীশের সঙ্গে ভৈরব বাবা বাইরে এলেন]

ভৈরব বাবা ॥ অমিতাভকে আগেই চিনতাম। আজ আপনাদের সঙ্গেও আলাপ হয়ে ভারি খুশি হলাম। আপনার মতো বাবা মালতী দেবীর মতো মা, তাই ছেলে অমন হীরের টুকরো হয়েছে। ওরাই দেশের আশা। অমিতাভ তোমার কবিতাটা টুকে নিয়েছি তোমার বাবার কাছ থেকে। বড় ভাল লাগল কবিতাটি।

জগদীশ ॥ হীরের টুকরো বলেই ভয় বেশী। এদেশে হীরের টুকরোর কদর নেই। তাদের সবাই পায়ে মাড়িয়ে ভেঙে চুরমার ক'রে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

ভৈরব বাবা ॥ তা দিক। গুঁড়ো হয়ে গেলেও হীরে হীরেই থাকবে। ক্রমশ দেশের প্রতি ধূলিকণা হীরের কণা হয়ে যাবে। ভয় পাবেন না, অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াবেন না। কোনও কারণে বিবেককে বলি দেবেন না।

জগদীশ ॥ এখনও পর্যন্ত তো দিই নি, তাই এত দুর্দশা আমাদের।

[ভিতর থেকে মালতীর গলা শোনা গেল। 'অমি, এইটে নিয়ে যা'—অমিতাভ ভিতরে চ'লে গেল]

ভৈরব বাবা ॥ কোনও ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

[অমিতাভ আবার ফিরে এল। হাতে একটা পুঁটুলি]

অমিতাভ ॥ আপনি কিছু খেলেন না। তাই মা কিছু সিধে দিয়ে দিলেন।

ভৈরব বাবা ॥ দরকার ছিল না কিছু। তবে মায়ের দান ফেরানো যাবে না। নিয়ে চল।

জগদীশ ॥ ওঁকে পৌঁছে দিয়ে এস।

ভৈরব বাবা ॥ আচ্ছা, আসি তবে।

জগদীশ ॥ নমস্কার।

[জগদীশ ভিতরে চ'লে গেলেন। অমিতাভ ও ভৈরব বাবা চলে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাধা পড়ল। একজন পুলিশ অফিসার এলেন—]

পুলিশ অফিসার ॥ অমিতাভ মল্লিককে থানায় নিয়ে যেতে এসেছি। যে ক'জন পুলিশ বাইরে পাহারা দিচ্ছে তারা বললে তিনি এই বাড়িতেই আছেন। আমি নতুন এসেছি এখানে, কাউকে চিনি না।

অমিতাভ ॥ আমিই অমিতাভ।

পুলিশ ॥ আপনি ভূষণবাবুর ভাইপো? ভূষণবাবুকে চিনি আমি। তিনি কোথা?

অমিতাভ ॥ ভিতরেই আছেন বোধ হয়। এখুনি তো এখানে ছিলেন [উচ্চকণ্ঠে] কাকা, কাকা—

[ভূষণ ভিতর থেকে বেরিয়ে এল]

পুলিশ অফিসার ॥ নমস্কার। ইনি আপনার ভাইপো?

ভূষণ ॥ হ্যাঁ।

পুলিশ অফিসার ॥ ওঁকে থানায় নিয়ে যেতে হবে একবার। সিংঘাটিতে যে ডাকাতিটা হয়েছে সেখানে একটা রক্তাক্ত ছোরা পাওয়া গেছে। তাতে

কয়েকটা finger print আছে। এঁর finger print নিয়ে আমরা দেখতে চাই মেলে কি না?

অমিতাভ ॥ [সবিস্ময়ে] আমার।

ভৈরব বাবা ॥ ওর ফিংগার প্রিণ্ট মিলবে না। ও ডাকাতি যখন হয় তখন সিংহাটিতেই একটা মাঠে গাছতলায় ছিলাম আমি। দেখলাম অনেক রাত্রে কয়েকটা মোটর এসে দাঁড়াল মাঠে। মোটর থেকে লোক নেবে গেল কতকগুলো। মোটরগুলো দাঁড়িয়ে রইল ঘণ্টাখানেক। তারপর ছুটতে ছুটতে ফিরল আবার লোকগুলো, মোটরে চড়ে চলে গেল সবাই। একটা মোটর খাবাপ হয়ে গিয়েছিল বলে' চলল না। সকালে মোটর মিস্ত্রি আর পুলিশ এসে মোটরটা সরিয়ে নিয়ে গেল। শুনলাম মোটরটা না কি একজন নেতার। তিনি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন যে ডাকাতরা তাঁর গ্যারাজ ভেঙে মোটর নিয়ে এসেছে। মোটরটা চলে যাওয়ার পর আমি যখন বেরুলাম তখন দেখলাম ঘাসের মধ্যে কি একটা চিক্‌চিক করছে। দেখলাম সোনার একটা হাতঘড়ি। তার পিছনে নাম খোদাই করা আছে। সেই নেতার ছেলের নাম। আমি ঘড়িটা কুড়িয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দিয়ে একটা রসিদ নিয়েছি।

ভূষণ ॥ এখানে আপনার কাছে আছে রসিদটা?

ভৈরব বাবা ॥ না, সঙ্গে নেই।

পুলিশ অফিসার ॥ তাহলে আপনিও থানায় চলুন। আপনার এজেহারটাও রেকর্ড করে নিই আমরা।

ভৈরব বাবা ॥ আমি সিংহাটি থানায় আমার এজেহার দিয়ে এসেছি।

ভূষণ ॥ আপনার সেই রসিদটি কোথায়?

ভৈরব বাবা ॥ তা বলব না।

ভূষণ ॥ আমাকে না বলুন থানায় বলতে হবে সে কথা।

ভৈরব বাবা ॥ তা-ও বলব না। পুলিশ ভাল করেই জানে দোষী কে। কিন্তু

পুলিশ তাকে ধরছে না। চেষ্টা করছে দোষটা ঢাকতে। এইসব নির্দোষ আদর্শবাদী ছেলেদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছে। সিংহাটি ডাকাতিতে যে ছেলেটি খুন হয়েছে সে-ও একজন আদর্শবাদী ভালো ছেলে ছিল। যে নেতার ছেলের ঘড়ি আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম তার অনেক দুষ্কৃতির খবর সে জানত, অনেক প্রমাণ সে সংগ্রহ ক'রে রেখেছিল তাঁর বিরুদ্ধে, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে। সমর ঘোষালের বন্ধু ছিল সে।

পুলিশ অফিসার॥ আপনি এই সব কথাই থানায় গিয়ে বলবেন চলুন।

ভৈরব বাবা॥ যা বলবার আদালতে বলব। পুলিশের কাছে আমি কিছুই বলব না। আমি ওই মাঠটায় গাছতলায় থাকি সেখানেই চললাম।

পুলিশ অফিসার॥ কিন্তু আপনাকে থানায় যেতে হবে।

ভৈরব বাবা॥ আমি যাব না।

পুলিশ অফিসার॥ [দুহাত প্রসারিত ক'রে পথরোধ করলেন] কিন্তু আমি আপনাকে থানায় নিয়ে যাবই।

[ভৈরব বাবার চোখের দৃষ্টিতে আগুন জলে উঠল। তিনি ত্রিশূল উঁচু করে ধরলেন]

ভৈরব বাবা॥ খবরদার—

ভূষণ॥ এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। থানায় যান আপনি।

ভৈরব বাবা॥ আমি কিছুতেই যাব না। আমার গায়ে উনি যদি হাত দেন এ অঞ্চলের সব লোক ছুটে আসবে মার মার ক'রে। প্রলয়কাণ্ড হবে একটা।

[গোলমাল শুনে জগদীশ বেরিয়ে এলেন]

জগদীশ। এ সব কি, [ভৈরব বাবাকে] আপনি যান নি? এ ভদ্রলোক কে?

পুলিশ অফিসার॥ আমি দারোগা। অমিতাভবাবুকে থানায় নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি। ওঁর finger print নিতে হবে।

জগদীশ॥ ও! খেল শুরু হয়ে গেছে তাহলে! বা—বা—বা!

ভৈরব বাবা ॥ আমি চললাম।

[চ'লে গেলেন। পুলিশ আর বাধা দিল না]

পুলিশ অফিসার ॥ [অমিতাভকে] আপনি চলুন।

অমিতাভ ॥ এই পুঁটুলিটা কিন্তু ওঁর কাছে পৌছে দিতে হবে।

পুলিশ অফিসার ॥ বেশ চলুন। আমিও ওঁর আস্তানাটা দেখে যাই।

ভূষণ ॥ তা দেখে যান। কিন্তু ওঁকে ঘাঁটাবেন না এখন। ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। Don't touch him now.

[অমিতাভ ও পুলিশ অফিসার চলে গেল। নেপথ্যে ধারার চীৎকার শোনা গেল]

ধারা ॥ দাদাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল আবার। আমি ওকে একলা যেতে দেব না। আমিও যাই।

জগদীশ ॥ রতন—রতন—মায়ের পুজোর লগ্ন এসে গেল, আরও কিছু 'বাল্‌ব' জোগাড় কর, অনেক আলো জ্বালব আমি।

[ভিতরে চলে গেলেন। ভূষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনিও ভিতরে যাচ্ছিলেন এমন সময় দালাল সুরেন বোস প্রবেশ করলেন]

ভূষণ ॥ ও তুমি এসে গেছ। ভিতরে এস।

[সুরেন বোসকে নিয়ে ভূষণের প্রস্থান। উত্তেজিত জগদীশ ও রতনের প্রবেশ]

জগদীশ ॥ আর সময় নেই। আরও বাল্‌ব জোগাড় কর তুই।

রতন ॥ এখানে তো আর পাওয়া যাবে না। যা ছিল সব কিনেছি আমরা।

জগদীশ ॥ আর একবার খোঁজ। চুনী মিঞার কাছে পেতে পারিস। সেখানে যা একবার। আচ্ছা, দাঁড়া। ধারা খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেছে অমির পিছু পিছু। দেখি কোথা গেল।

[বাইরের দিকে বেরিয়ে গেলেন। রতন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভূষণ ও সুরেন বোসের প্রবেশ। সুরেন বোসের হাতে একটি চেক]

ভূষণ ॥ পোষ্ট ডেটেড চেক দিলাম, কিছু অসুবিধা হবে না তো ?

সুরেন ॥ না, ঠিক আছে।

[চেকটি মুড়ে পকেটে পুরলেন]

আমি তাহলে আসি এখন।

ভূষণ ॥ এসো।

[সুরেন বাবু বাইরে গেলেন। ভূষণের প্রস্থান। মালতী এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত]

মালতী ॥ রতন, কাউকে দেখছি না তো। এরা সব কোথা গেল ?

রতন ॥ পুলিশ এসেছিল। দাদাবাবুকে আবার থানায় নিয়ে গেল। ধারাও তাদের পিছু পিছু গেছে। তা শুনে বাবুও বেরিয়ে গেলেন।

মালতী ॥ [শিউরে উঠলেন] পুলিশ ! পুলিশ এসেছিল ?

রতন ॥ হ্যাঁ।

মালতী ॥ কনিষ্টও তো বেরিয়ে গেছে ?

রতন ॥ হ্যাঁ।

মালতী ॥ ঠাকুর পো কোথা ?

রতন ॥ তিনি বাড়িতে আছেন।

[মালতী ভূষণের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় জগদীশ ফিরে এলেন]

মালতী ॥ ওরা কোথা ?

জগদীশ ॥ ওদের থানায় নিয়ে গেল।

মালতী। ধারাকেও ?

জগদীশ ॥ ধারাকেও। ধারা দারোগাকে ঘুষি মেরেছে।

মালতী ॥ কি হবে ?

জগদীশ। কি আর হবে (মুচকি হেসে) আরও বুকের রক্ত দিতে হবে তোমাকে।

[মালতী ছুটে গিয়ে ভূষণের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করতে লাগলেন]

মালতী॥ ঠাকুর পো, ঠাকুর পো, কপাট খোলো। অমিকে আর ধারাকে থানায় নিয়ে গেছে। ঠাকুর পো, ঠাকুর পো, কপাট খোলো।

জগদীশ॥ ও কপাট আর খুলবে না বড় বউ। শক্তির অপব্যয় কোরো না। ঘরে চল।

[তাঁকে ধরে' ধরে' ভিতরে নিয়ে গেলেন। রতন নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পনেরো দিন পরে। ভূষণের বালীগঞ্জের বাড়ির একটি সুসজ্জিত ঘর। রেডিওতে গান হচ্ছে—হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর। কুন্তী একটি টেবিলের সামনে বসে' চিঠি লিখছে। পাশের একটি দ্বারে পরদা ঝুলছিল। সেটা সরিয়ে অবনীশ প্রবেশ করল। অবনীশ শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ যুবক। একটি সুদৃশ্য ড্রেসিং গাউন পরে' আছে। সে এসে কুন্তীর পিছনে দাঁড়াল।]

অবনীশ॥ কাকে চিঠি লিখছ?

কুন্তী॥ (মুচকি হেসে) আমার, আর এক প্রণয়ীকে। ইনি যদি কল-কাঠি নাড়েন ধারা অমিতাভ দুজনেই ছাড়া পেয়ে যাবে।

অবনীশ॥ সবসুদ্ধ তোমার কজন প্রণয়ী বল তো?

কুন্তী॥ অনেক। এ যুগে একাধিক প্রণয়ী না থাকলে চলে? অসতীত্বটাই এখন কারেন্সি নোট। সতীত্ব অচল [মাথা নেড়ে] কিন্তু কেমন অভিনয় করছি বল তো? এতগুলো হোমরা চোমরা লোককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছি।

অবনীশ॥ তোমার বাহাদুরী আছে মানছি। কিন্তু এ রকম পাঁক ঘাঁটতে তোমার ভাল লাগছে?

কুন্তী॥ লাগছে না। মোটেই লাগছে না। কিন্তু উপায় কি? সবই তো পাঁক। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অনুসরণ করছি। পাঁকের মধ্যে থেকে পাঁকাল হয়ে আছি। আমার গায়ে যে একটুও পাঁক লাগে নি একথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে।

অবনীশ॥ করছি। কিন্তু তবু আমি বলব এসব আমার ভাল লাগছে না।

কোনও মিথ্যাচারই ভালো নয়। আমি ভদ্রভাবে সহজ সামাজিক জীবন যাপন করতে চাই। তুমি লোকের কাছে আমাকে স্পাই বলে' পরিচিত করছ! এটা আমার পক্ষে অসহ্য।

কুন্তী॥ এ যুগে অবুঝ হলে চলবে কেন? মিথ্যাকে, অন্যায়কে, দুর্নীতিকে সহ করাই তো আজকাল নিয়ম। তোমার মুখে মিথ্যার মুখোশ পরিয়ে আমি স্বৈরিণীর অভিনয় করতে পারছি বলেই তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার রিসার্চের থীসিস লেখার সুযোগ পেয়েছ। কয়েকমাসের বাড়ীভাড়া বাকী পড়াতে বাড়ি-ওলা যখন আমাদের তাড়িয়ে দিলে তখন আমাদের রাস্তায় দাঁড়াতে হয়েছিল। ভূষণ মল্লিককে ভোলাতে পেরেছিলাম বলেই এমন চমৎকার বাড়িটা পেয়েছি। শুধু বাড়ি নয়। কিছু টাকাও। [হাসল]

অবনীশ॥ কিন্তু ভূষণ মল্লিক যদি টোপ না গিলত?

কুন্তী॥ আর একজনের কাছে যেতুম। তিনিও বিরাট ধনী, সরকারি মহলে তাঁরও প্রচুর প্রতিপত্তি, তিনিও তোমার কুন্তীর প্রেমে অনেকদিন থেকেই গদগদ হয়ে আছেন। তাঁকেই চিঠি লিখছি।

[অবনীশ ঝুঁকে চিঠিটা দেখবার চেষ্টা করল]

অবনীশ॥ সাহেব নাকি! ইংরেজিতে চিঠি লিখছ। মাই ডিয়ার হাংগার, ও বাবা, হাংগার তার নাম না কি?

কুন্তী॥ (হেসে) ইংরেজিতে চিঠি লিখি কারণ এখনও অনেক বাঙালী ভদ্রলোক ইংরেজিতে চিঠি লেখাই সভ্যতা বলে' মনে করেন। ইনি ঘোষ সাহেব নামে পরিচিত। আমি আদর করে' ওঁর নাম দিয়েছি হাঙর।

অবনীশ॥ হাঙর!

কুন্তী॥ হ্যাঁ। যখন যা পান একেবারে গিলে ফেলেন।

অবনীশ॥ এ রকম হাঙরের সামনে যেতে ভয় করে না তোমার?

কুন্তী॥ করে বই কি একটু একটু। তোমার জন্যেই যাই। তুমি যদি চাকরি পেতে তাহলে এসব আমার করতে হ'ত না। কিন্তু তুমি চাকরি পাবে না,

কারণ পার্টিশনের সময় টেররিস্ট বলে' পুলিশের খাতায় তোমার নাম চড়েছিল। চাকরি পাবে না, কারণ সরকারের বিরুদ্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখেছ তুমি। চাকরি করবার ইচ্ছেও তোমার নেই। কেবল ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে ভালো ভালো বই পড়তে পেলেই তোমার আনন্দ। আমিও ওই সব কারণেই চাকরি পাব না। তাই এই ফিকির করতে হয়েছে। বাঁচতে হবে তো!

অবনীশ॥ চল আমাদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই। সেখানে আমার বিঘে দশেক জমি আছে।

কুন্তী॥ অসবর্ণ বিয়ে করেছ বলে' গ্রামে তুমি একঘরে হয়ে ছিলে। সেখানে গিয়ে এখন টিকতে পারবে?

অবনীশ॥ খুব পারব, কিন্তু তোমাকেও আমার পাশে থাকতে হবে। তুমি পাশে থাকলে হাসিমুখে আমি সব করতে পারব। কোদাল দিয়ে মাটি কোপাব, নিজে হাতে লাঙল ধরব—

কুন্তী॥ হয়েছে, হয়েছে [হেসে] তুমি কবি। সেইজন্যেই তোমায় এত ভালবাসি, খেয়ালের বশে তুমি তুমুল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পার, কিন্তু প্রত্যহের কুশাঙ্কুর তুমি সইতে পার না। সকালে ঠিক সময় মাখন-মাখানো টোস্ট আর গরম চা না পেলে তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—এইজন্যেই কিন্তু বড্ড ভালবাসি তোমায়। তুমি মানুষ, অমিতাভর মতো দেবতা নও।

অবনীশ॥ ওর সম্বন্ধে তোমার দুর্বলতা আছে জানি। [হাসল]

কুন্তী॥ দুর্বলতা নয়, ভক্তি। সে সূর্য, সে পাহাড়। তুমি মানুষ [হঠাৎ উঠে, তাকে জড়িয়ে ধরে] তুমি আমার, আমার একার। তোমার গায়ে যাতে আঁচ না লাগে তার জন্যে আমি সব করতে প্রস্তুত। এমন কি অসতীর অভিনয়ও—

অবনীশ॥ [গাঢ় কণ্ঠে] কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে?

কুন্তী॥ কি ভাবে?

অবনীশ ॥ কতদিন তুমি আমাকে তোমার খেলার পুতুল করে রাখবে ?

কুন্তী ॥ যতদিন পারি—

অবনীশ ॥ আমি কিন্তু আর পারছি না। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। আমি চললুম। [চলে' যেতে উদ্যত]

কুন্তী ॥ কোথায় যাবে ?

অবনীশ ॥ তোমার অমিতাভ যে পথে গেছে সেই পথে। আমিও রিভলভার চালিয়েছি একদিন, বোমাও ছুঁড়েছি। কঙ্কর কণ্টক মাড়িয়ে অনেক পথ অতিক্রম করেছি একদিন। সেই পথেই দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে। তুমিই আমাকে নানা বিলাসে অভ্যস্ত কবে' পশু করে তুলেছ। আমার সেই পুরোনো জীবনেই আবার ফিরে চললুম। সে পথে যদি চলতে না পারি সেই পথের উপরই আমি মুখ থুবড়ে মরব। এ জীবন অসহ্য। আমি চললুম। [যেতে উদ্যত]

কুন্তী ॥ [ব্যাকুল কণ্ঠে] যেও না, যেও না তুমি। তুমি ছাড়া যে আমার কেউ নেই, কিছু নেই। কাকে নিয়ে থাকব আমি—শোন—

[উঠে দুহাত বাড়িয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়াল]

আমার বাবা, মা, ভাই বোন কেউ নেই। তুমিই আমার সব। যখন আমি সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে কলকাতার রাস্তায় ঘুরছিলাম তখন তুমিই আমাকে আশা দিয়েছিলে, আশ্বাস দিয়েছিলে। তোমারই আশ্বাসে আমি টেরারিষ্ট দলে যোগ দিয়েছিলাম, তোমার সঙ্গে অবাধে একসঙ্গে থাকতে পারব বলে তোমার এক ডাক্তার বন্ধুকে দিয়ে আমাব টিউব দুটো কাটিয়ে আমাকে বন্ধ্যা করে দিয়েছিলে তুমি, এখন তুমি আমাকে ফেলে চলে যাবে ? তোমার জন্যে আমি না করেছি কি ! নিজেকে বাঁচিয়ে সমাজের ওই হাঙর কুমীরদের সামনে টোপের মতো ঘুরে বেড়ানো কি সহজ মনে কর তুমি ? এই দুঃসাধ্য কাজ আমি করেছি কার জন্যে ? তোমার জন্যে। এখন তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছ ?

অবনীশ ॥ কিন্তু আমি যে আর পাচ্ছি না কুন্তী। সত্যিই আর পারছি না। তুমি আমাকে স্পাই সাজিয়ে রেখেছ—ছি—ছি—ছি—ছি—

কুন্তী ॥ এ যুগে বাঁচতে হলে ভণ্ডামি করতে হবে, ছদ্মবেশ ধরতে হবে। দেশ-প্রেমিককে অভিনয় করতে হবে স্পাই-য়ের। সতীকে অভিনয় করতে হবে অসতীর। আমি সে অভিনয় করে' কৃতিত্ব অর্জন করেছি, তুমিই বা পারবে না কেন? তুমি তো এককালে ভালো অভিনেতা ছিলে।

অবনীশ ॥ আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। আমার প্রেরণার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে কুন্তী। আমি আমার থীসিসও পুড়িয়ে ফেলেছি। কি হবে থীসিস লিখে। কে পড়বে, কে বুঝবে? আমি হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে, সব যেন কুয়াশায় ঢেকে গেছে, আমি আবার ছুটে বেরিয়ে পড়তে চাই রাস্তায়, আবার আবিষ্কার করতে চাই নিজেকে নূতন করে'। এ জঘন্য জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমাকে বাধা দিও না, আমাকে যেতে দাও তুমি। Let us part like friends.

কুন্তী ॥ দাঁড়াও তাহলে,—

[ঝুঁকে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি রিভলভার বার করল]

এই নাও। তোমার কুন্তীকে শেষ করে' দিয়ে তবে যাও। তুমি না থাকলে আমার বাঁচবার আর কোন সার্থকতা নেই।

অবনীশ ॥ কেন তোমার ভূষণ আছে, হাঙর আছে, বাঘ সিংহ নেকড়ে অনেক আছে তো—

কুন্তী ॥ তোমার জন্যেই আছে। তুমি না থাকলে আর কাউকে প্রয়োজন নেই।

[বাইরে ইলেক্ট্রিক বেলটা বেজে উঠল। কুন্তী তাড়াতাড়ি রিভলভারটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখে দিল। অবনীশ পাশের ঘরে চলে গেল। ইলেক্ট্রিক বেলটা আবার বাজল। কুন্তী তাড়াতাড়ি গিয়ে কপাট খুলে দিতেই ঘোষ সাহেব প্রবেশ করলেন। লম্বা ঢিলা আজানুলম্বিত কোট পরা। কোটের নীচে শাদা প্যান্ট, পায়ে কালো সোয়েড

লেদারের পাম্প। হামদো প্রকাণ্ড মুখ। দুটি ঠোঁটই বেশ পুষ্ট। দুই চোখের নিম্নভাগই ছোট পটলের মতো ফোলা। হাতে একটি সিগার ধরে' আছেন। হাত ঈষৎ কাঁপছে। চক্ষু দুটি ভাসা-ভাসা এবং বিস্ফারিত। কুন্তীর দিকে এমনভাবে চাইলেন যেন তাকে গ্রাস করতে চান। মুখে জরার চিহ্ন স্পষ্ট। উপরের ঠোঁটটি ঝোলা, নীচের ঠোঁটকে ঢেকে ফেলে সেজন্য সর্বদাই একটু হাঁ করে' থাকেন।]

কুন্তী॥ এ কি তুমি! কি সৌভাগ্য।

[এতবড় প্রবীণ লোককে কুন্তী 'তুমি' বলছে কারণ ঘোষ সাহেব বারবার অনুরোধ করেছেন 'আপনি' না বলতে]

ঘোষ সাহেব॥ আমি এসেছি তোমাকে কংগ্র্যাচুলেট্ করতে। নিমতা সেণ্টারে তুমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলে তা আজ কাগজে বেরিয়েছে। ওয়াণ্ডারফুল স্পীচ। যেমন ভাব, তেমনি ভাষা। আমার দুটো একটা লাইন মুখস্থই হয়ে গেছে [আবৃত্তি করলেন] 'সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের অস্তিত্ব শুধু যে বলিষ্ঠ জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত তা নয়। প্রতিষ্ঠিত তাঁদের ঐকান্তিক স্বদেশপ্রেমের উপর। প্রতিষ্ঠিত তাঁদের নির্মল চরিত্রবলের উপর। প্রতিষ্ঠিত তাঁদের নির্ভীক আচরণের উপর। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জনভাব দুঃখ তাঁরা মোচন করবার চেষ্টা করবেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু একটি কথা আপনাদের মনে রাখতে অনুরোধ করি—তাঁরা চেষ্টাই করতে পারেন, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধই করতে পারেন, কিন্তু তাতে সুফল যে ফলবেই এমন অলীক প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিতে অক্ষম। সৈনিক প্রাণপণে যুদ্ধই করতে পারে, যুদ্ধে প্রাণও দিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধে জিতবই এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া কি সম্ভব?' সুপার্ব। তুমি বাইরেই সুন্দর নও, ভিতরেও সুন্দর।

[তাঁর থুতনি ধরে নাড়লেন]

কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে গেছ কুন্তী। সাতদিন আমার বাড়িতে যাও নি, একবার 'রিং'ও কর নি। আমাকে ভুলে গেছ তুমি।

কুন্তী॥ [লীলা-ভরে] ভুলি নি যে তার প্রমাণ এখুনি দিতে পারি। এই দেখ, এখনই তোমাকে চিঠি লিখছিলাম আমি।

[টেবিল থেকে চিঠিখানি নিয়ে তাঁর হাতে দিল]

দাঁড়িয়ে রইলে যে—ব'স।

[ঘোষ সাহেব সোফার উপর উপবেশন করে' পকেট থেকে চশমা বার করলেন। তারপর সেটি পরে' চিঠিটি পড়লেন]

ঘোষ সাহেব। [হেসে] আমাকে একটা অদ্ভুত নাম দিয়েছ তুমি। হাঙরের পৌরানিক নাম জান? মকর। মকর গঙ্গার বাহন। মকর রাশির অধিপতি শনি মহা বলবান তপস্বী একজন। খুব ভালো লেগেছে নামটা আমার। তাছাড়া ওটা তোমার দেওয়া নাম। তোমার আমার মধ্যে একটা প্রাইভেট সেতু। চিঠি লিখছিলে কেন? মন কেমন করছিল, না কোন দরকার আছে?

কুন্তী॥ দুইই। দরকারের কথাটাই বলি। অমিতাভকে আর ধারাকে পুলিশে ধরেছে। তুমি যদি একটু চেষ্টা কর ওরা ছাড়া পেয়ে যাবে।

ঘোষ সাহেব॥ আমি চেষ্টা করব কেন? ওই অমিতাভ ছোকরা কাগজে আমার নামে কি লিখেছিল তোমার মনে নেই? আমি নাকি ময়দার সঙ্গে তেঁতুল বিচি গুঁড়িয়ে মেশাই! এর ধাক্কা সামলাতে আমার প্রায় লাখ খানেক টাকা বেরিয়ে গেছে। তাছাড়া যা শুনছি তাতে ওর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে আমিও বিপদে পড়ে যাব। ও নাকি ডাকাতি করেছিল।

কুন্তী॥ ওটা মিছে কথা। অমিতাভ ডাকাতি করতে পারে না।

ঘোষ সাহেব॥ ওরা সব পারে। ও সব সাংঘাতিক ছেলে। তুমি ওর পক্ষে ওকালতি কচ্ছ কেন?

কুন্তী॥ করছি ওর মায়ের জন্যে। তাঁর চোখের জল শুকুচ্ছে না। তাঁকে

আমি ভক্তি করি। আরও কচ্ছি ভূষণবাবুর জন্যে। অমিতাভ তাঁর ভাইপো। সে যদি ডাকাতির চার্জে জেলে যায় সেটা কি তাঁর পক্ষে গৌরবের ?

ঘোষ সাহেব ॥ ভূষণ বেচারার জন্যে দুঃখ হয়। এত ভালো লোক, অথচ একপাল পাগল ওকে ঘিরে আছে। ওর দাদাটা পাগল। ওর ভাইটাও পাগল, তাকেও পুলিশে ধরেছে, সে না কি জামুড়ে সেণ্টারে একটা ভায়োলেণ্ট মব্ নিয়ে গিয়ে হামলা করছিল। ধারা মেয়েটাও পাগল, তার বিরুদ্ধেও সাংঘাতিক চার্জ—সে না কি দারোগাকে অ্যাসল্ট্ করেছিল।

কুন্তী ॥ হ্যাঁ সত্যি ও মেয়েটার মাথা খারাপ। বুড়ো গোপীনাথ বাবুকেও না কি মেরেছিল। ওর হিস্টিরিয়া আছে।

ঘোষ সাহেব। সত্যি ভূষণ বেচারার জন্যে দুঃখ হয়। হ্যাঁ—যে কথা বলতে এসেছি—তুমি কি খেতু বক্সির ছোট মেয়েকে নাচগান শেখাচ্ছ ?

কুন্তী ॥ হ্যাঁ। পুঁটি আমার কাছে নাচ-গান শিখছে। কেন ?

ঘোষ সাহেব ॥ আমি একটা বই প্রডিউস করব ঠিক করেছি। শুনেছি মেয়েটি বেশ হ'য়ে—কত টাকা নেবে ?

কুন্তী ॥ ওকে তো একজন প্রডিউসার বুক করেছেন শুনেছি দশহাজার টাকায়।

ঘোষ সাহেব ॥ কে ?

কুন্তী ॥ নামটা আমি ঠিক জানি না।

ঘোষ সাহেব ॥ খোঁজ কর। আমি বিশ হাজার টাকা দেব। তুমি যোগা-যোগটা করিয়ে দাও।

কুন্তী ॥ (হেসে) আমিই আমার 'রাইভাল' যোগাড় করে' দেব ?

ঘোষ সাহেব ॥ তোমার কি রাইভাল হতে পারে ? তুমি তো আনরাইভাল্ড। তোমার নাম কুন্তী না হয়ে হওয়া উচিত ছিল 'আলেয়া'। তুমি তো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তুমি কখনও পুরোনো হবে না। পুঁটির বাবা কি করেন ?

কুন্তী ॥ চাকরি করেন না। ব্যবসা করেন। অবস্থা ভালো—

ঘোষ সাহেব ॥ ব্যবসা করেন মানেই কালোবাজারী। কিসের ব্যবসা, জানো?

কুন্তী ॥ আমি অত খবর রাখি নি।

ঘোষ সাহেব ॥ তোমাকে কত করে' দেন?

কুন্তী ॥ মাসে একশ' করে' দেন। হপ্তায় দু'বার শেখাই এক ঘণ্টা করে'।

ঘোষ সাহেব ॥ খুব কম দেন। তুমি যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পার আমি তোমাকে মাসে পাঁচশ' টাকা দেব। আমার বাগান বাড়িটা বেশ বড়, সেখানে নাচ-গানের আসর অনায়াসে হ'তে পারবে। তুমি ওদের বোলো, বুঝলে।

কুন্তী ॥ বলব। কিন্তু পুঁটির বাবার আড়ষ্ট ভাবটা এখনও কাটে নি। উনি যদি আপনার প্রস্তাবে রাজিও হন, আপনার বাগান বাড়িতে যেতে রাজি হবেন না। যদি বা হন, বক্‌সি মশাইও যাবেন মেয়ের সঙ্গে। উনি মেয়েকে সিনেমায় নাবাচ্ছেন বটে কিন্তু মনের খুঁতখুঁতুনিটা এখনও কাটে নি। এখনও মেয়েকে আগলে আগলে বেড়ান।

ঘোষ সাহেব ॥ হ্যাঁ, ওরকমটা প্রথমে হয়, পরে থাকে না। টাকার তোড়ে সব ভেসে যায়। তুমি কথা বলে' দেখ, যদি রাজি হয় কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে দিতে পার। দেখি কত আছে আমার সঙ্গে।

[কোটের ইনার পকেট থেকে একটা চওড়া পার্স বার করলেন। তার ভিতর থেকে বার করলেন এক তাড়া নোট। গুণে দেখলেন।]

হাজার পাঁচেক আছে। এইটে রাখ—

[টেবিলের উপর টাকাটা রাখলেন। কুন্তী স্পর্শ করল না সে টাকা। স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইল]

কুন্তী। তুমি নিজেই গিয়ে সরাসরি প্রস্তাবটা কর না।

ঘোষ সাহেব। দেখ, আমি কোন বিষয়েই নিজে সরাসরি প্রস্তাব করি না। প্রস্তাবটা তোমাকেই করতে হবে।

কুন্তী ॥ করতে পারি, কিন্তু একটি শর্তে।

ঘোষ সাহেব ॥ বল, বল, কি শর্ত তোমার।

কুন্তী ॥ অমিতাভকে আর ধারাকে পুলিশের কবল থেকে উদ্ধার করে' দিতে হবে।

ঘোষ সাহেব ॥ তাহলেই তো মুশকিলে ফেললে। ভূষণকে গিয়ে বল না। সে তো তোমার কথা বলতে অজ্ঞান।

কুন্তী ॥ মুখেই অজ্ঞান। তাকে বলি নি ভাবছেন? বলেছিলাম। সে বলে আমার ভাইপো-ভাইঝির জন্যে আমি কাউকে বলতে পারব না'।

ঘোষ সাহেব ॥ তার মানেই ভূষণ চায় না যে ওরা ছাড়া পাক। চাইলে নিশ্চয় ছাড়া পেত। তুমিই বা ওদের ছাড়াবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? অমিতাভ ছোকরার প্রেমে পড়েছ?

কুন্তী ॥ (হেসে) ধর না হয় পড়েছি। (সানুনয়ে) আমার এ আবদারটি রাখতেই হবে। লক্ষ্মীটি—

[ঘোষ সাহেব হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে]

ঘোষ সাহেব ॥ তোমার এখানে ফোন আছে?

কুন্তী ॥ আছে। থানায় ফোন করবেন?

ঘোষ সাহেব ॥ না। আমি সরাসরি কিছু করি না। আমি যাকে ফোন করব সে অনুরোধ করবে আর একজনকে। তিনি যদি রাজি হন কাজ হয়ে যাবে।

কুন্তী ॥ সে ব্যক্তিটি কে?

ঘোষ সাহেব ॥ নাম না-ই শুনলে।

কুন্তী ॥ (ঠোঁট ফুলিয়ে) আমাকেও অবিশ্বাস। বেশ—

[লীলা-ভরে পিছু ফিরে দাঁড়াল]

ঘোষ সাহেব ॥ ওই দেখ। বলাটা 'সেফ্' না। শুধু এইটুকু বলতে পারি তিনিও একজন মহিলা। নামী মহিলা। অসাধ্যসাধন-পটিয়সী। ফোনটা কোথা—?

কুন্তী ॥ পাশের ঘরে। না ওঘরে নয়, এ ঘরে।

[অবনীশ যে দিক দিয়ে ভিতরে গিয়েছিল তার বিপরীত দিকে আর একটি কপাটে পরদা ঝুলছিল। কুন্তী সে পরদাটা তুলে ধরল। ঘোষ সাহেব ভিতরে গেলেন। কুন্তী পরদাটা আবার ফেলে দিল। হ্যালো, হ্যালো—শোনা যেতে লাগল। কুন্তী উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। অবনীশ বেরিয়ে এল। তার পরিধানে সাহেবী স্যুট। হাতে একটি কাঠের বাক্স]

অবনীশ ॥ [নিম্নকণ্ঠে] কুন্তী আমি চললুম।

কুন্তী ॥ [সভয়ে বাক্সটার দিকে চেয়ে] ওকি, ওটা নিয়ে কোথা যাচ্ছ? শোন—

[অবনীশ কোন কথা না শুনে বেরিয়ে গেল। কুন্তীও ছুটে তার পিছু পিছু গেল কিছুদূর। কিন্তু আবার ফিরে এল। ঘোষ সাহেব ফোন করছিলেন। দরজার সামনে কুন্তী উৎকর্ণ হয়ে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর টেবিলের ওপর রাখা নোটগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। সেগুলি সে তুলে গুণে দেখল। তারপর আবার রেখে দিল। ঘোষ সাহেব বেরিয়ে এলেন]

কুন্তী ॥ কি হল?

ঘোষ সাহেব ॥ বললে তো চেষ্টা করব। কিন্তু ওই ডাকাতির কথা শুনে ভয় পাচ্ছে। তার সন্দেহ—এ পলিটিক্যাল ডাকাতি, তার মানে, আলকাতরার হাঁড়ি, ছুঁলেই হাতে লেগে যাবে। ওর স্বামী বড় সরকারি চাকরি করে কিনা, তাই ভয় পাচ্ছে। তবু বলেছে চেষ্টা করবে। আশা করি করবে, দেখা যাক—

কুন্তী ॥ তোমার কথা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে আশার চেয়ে আশঙ্কাই বেশী জাগছে তোমার মনে।

ঘোষ সাহেব ॥ তাতো জাগছেই। স্ত্রী চরিত্রের কূলকিনারা দেবতারাই পায়

না, আমি তো সামান্য মানুষ। এই ধর না তোমাকে এতদিন দেখছি, তবু কিন্তু তুমি এখনও রহস্য হয়ে আছ আমার কাছে।

[কুন্তী ঘাড় হেঁট করে দুষ্টুমিভরা হাসি হাসল]

কুন্তী ॥ বস। একটু চা করে দি।

ঘোষ সাহেব ॥ না, চা খাবো না এখন। অন্য কিছু থাকলে খেতে পারি।

কুন্তী ॥ হোয়াইট হর্স আছে একটা।

ঘোষ সাহেব ॥ তাই দাও তাহলে। নীট দিও, আর এক পেগের বেশী দিও না। আচ্ছা, এখুনি কার যেন গলা শুনলাম। বাড়িতে কেউ আছে না কি ?

কুন্তী ॥ চাকরটা বাজারে গেল।

ঘোষ সাহেব ॥ তোমার স্বামীপুঙ্গবের খবর কি ?

কুন্তী ॥ (হাত এবং ঠোঁট উলটে) কি জানি, কি খবর। মাঝে মাঝে আসে, আবার চলে যায়। সত্যি পুঙ্গব হলে খুঁটিতে বেঁধে রাখতাম। কিন্তু তাতো নয়। শুনেছি পুলিশের স্পাই হয়েছে। ঠিক করেছি ওকে ডিভোর্স করব।

ঘোষ সাহেব ॥ না, না, অমন কাজটি কোরো না। একটা স্বামী থাকা ভাল।

কুন্তী ॥ তুমি বস, আমি নিয়ে আসছি।

[ঘোষ সাহেব সোফায় বসে' সিগারেট ধরালেন। একটু পরেই কুন্তী এক পেগ হুইস্কি এনে দিল তাঁকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটি গলাধঃকরণ করে ঈষৎ মুখবিকৃতি করলেন। তারপর রুমাল বার করে' মুখ মুছলেন]

ঘোষ সাহেব ॥ একটা কথা জান ? আমি এককালে এক 'মাদক নিবারিণী সভা'র সভ্য ছিলাম। হা—হা—হা—। আচ্ছা, উঠি এখন তবে। তুমি বক্সি মশায়ের কাছে কথাটা পেড়ো, বুঝলে—

কুন্তী ॥ সুযোগ পেলে বলব।

ঘোষ সাহেব ॥ ওই দেখ। তুমিও গা বাঁচিয়ে কথা বলছ। যাক্—আমি এখন চলি। যা হয় কোরো। তোমার ধর্ম তোমার কাছে। টাকাগুলো তোল নি দেখছি। তুলে রাখ।

কুন্তী ॥ টাকার কি দরকার, আপনি নিয়ে যান না।

ঘোষ সাহেব ॥ না। ওটা থাক। ওটা তোমাকেই দিলাম। তুমি তো কখনও কিছু নাও নি আমাব কাছে। তোমাকে নেওয়াতে পারি নি। আমার একটা বাড়িও খালি নেই এখন, থাকলে তোমাকে ভূষণের বাড়িতে থাকতে দিতাম না। এসেছ, থাকো, বাড়িটা ভালই। আচ্ছা, চলি।

[ঘোষ সাহেব চলে গেলেন]

কুন্তী॥ অবনীশ বস্‌টা নিয়ে কোথা গেল! কি যে করবে কিছুই বুঝতে পারছি না। কি করি এখন। বেরিয়ে দেখব?

[আবার ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠল। কুন্তী তাড়াতাড়ি গিয়ে কপাট খুলে দিতেই নীলকান্তবাবু প্রবেশ করলেন]

কুন্তী ॥ ও, নীলকান্তবাবু, আসুন, কি খবর?

নীলকান্ত ॥ খবর তো জানই। অমিতাভ, ধারা, কনিষ্ঠ, তীর সবাই এখন পুলিশের গারদে। আমার 'পথ' বন্ধ হয়ে গেল। 'হবে না হবে না খোল তরবার' প্রবন্ধটার জন্যে ওরা শুনছি আমাকে 'হেভি' জরিমানা করবে। জরিমানা আমি দেব না। সুতরাং আমারও জেল অনিবার্য। সেদিন তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল তুমি আমাদের মত সমর্থন কর। তাই তোমার কাছে এসেছি। জেলে যাবার আগে তোমার হাতে পতাকাটা দিয়ে যেতে চাই। ওরা 'পথ' বন্ধ করেছে, তুমি 'রথ' বার কর। আমি ওতে প্রবন্ধ লিখব, কিন্তু কাগজটার ভার তুমি নাও।

কুন্তী ॥ আমি? আমার কি সে যোগ্যতা আছে?

নীলকান্ত ॥ আছে। তোমার চোখে মুখে তোমার মনের দীপ্তি ঝলমল করছে। আমি মানুষ চিনি। তোমার সম্বন্ধে আমার ভুল হয় নি।

কুন্তী ॥ কিন্তু আমি যে ভূষণবাবুব দলে।

নীলকান্ত ॥ হ'লেই বা। ভূষণ তো আমাদের শত্রু নয়। আমাদের লক্ষ্য দেশে আদর্শ গণতন্ত্র হোক। সে পথে যারা বাধা দেবে তাদের সঙ্গেই আমাদের বিরোধ। কোনও অসাধু লোককে আমরা প্রশ্রয় দেব না। দুর্নীতির সঙ্গে সুনীতির লড়াই চিরকাল চলছে, চলবেও। আমবা সুনীতির দলে। আমরা ঘটনাচক্রে আজ হেবে গেছি বলে আমাদের পতাকা উঁচু কবে ধরবার লোক থাকবে না কেউ? তুমি সেটা উঁচু করে ধর কুন্তী। তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে।

কুন্তী ॥ আমার নিজের উপব আমার বিশ্বাস নেই যে নীলকান্তবাবু। খোলাখুলিভাবে কাগজের ভার নেওয়ার অসুবিধাও আছে। বরং আমি আড়ালে থাকলে আপনাকে বেশী সাহায্য করতে পারব। 'পথ' বন্ধ হয়ে গেছে, বেশ তো নতুন সিকিউরিটি জমা দিয়ে 'রথ' বাব করুন। সম্পাদক আপনিই থাকুন।

নীলকান্ত ॥ কিন্তু ওই প্রবন্ধটার জন্য ওরা আমাকে জরিমানা কববে। জরিমানা না দিলে জেলে পুববে। আমি সম্পাদক থাকব কি ক'বে?

কুন্তী ॥ আপনি জরিমানা দিন।

নীলকান্ত ॥ দিতাম, আমাদের দেশের নামজাদা অনেক সম্পাদক সত্য কথা বলার জন্য জরিমানা দিয়েছেন। আমিও দিতাম, কিন্তু জরিমানা দেবার টাকা আমাব নেই।

কুন্তী ॥ টাকা আমি দিচ্ছি। এই নিন।

[টেবিল থেকে নোটেব তাডা তুলে তাঁর হাতে দিল]

এতে পাঁচ হাজার টাকা আছে। দরকার হলে আরও জোগাড় করে' দেব।

নীলকান্ত ॥ আমি কিন্তু যা কারও কাছ থেকে দান বা ভিক্ষা নিই না। ধারও করি না।

কুন্তী ॥ আপনাকে টাকা দেওয়ার স্পর্দ্ধা আমার নেই। আমি দেশের কাজের জন্যে দিচ্ছি এটা। এ অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।

নীলকান্ত ॥ [একটু ভেবে] বেশ তাহলে একথাটা একটা কাগজে লিখে নাম সই করে দাও।

কুন্তী ॥ তা দিচ্ছি।

[টেবিলে প্যাড ও কলম ছিলই। কুন্তী লিখে নীলকান্তকে দিল কাগজটি]

ভৈরব বাবার খবর জানেন? তাঁকেও কি পুলিশে ধরেছে?

নীলকান্ত ॥ পুলিশ ভয় করছে, তাঁকে ধরলে হয়তো রায়ট হয়ে যাবে। তাই তাঁকে ধরে নি। পুলিশ এখন তাঁকে 'ওয়াচ্' করছে শুধু।

কুন্তী ॥ ও!

নীলকান্ত ॥ আমি তাহলে এখন যাই। তুমি আমার এই বিপদে অনেক উপকার করলে। আশীর্বাদ করছি তুমি সুখী হও।

কুন্তী ॥ সুখী হব?

নীলকান্ত ॥ নিশ্চয় হবে।

কুন্তী ॥ এখন কিন্তু আমি বড় অসুখী। আমার স্বামী রেগে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে।

নীলকান্ত ॥ [প্রশান্ত হাসি হেসে] আবার আসবে। আচ্ছা, আমি চলি এখন।

[নীলকান্ত চলে গেলেন। কুন্তী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল]

কুন্তী ॥ একটা ট্যাক্সি নিয়ে বরং খুঁজি কোথায় গেল সে—

[বাইরে একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল]

বোধহয় ট্যাক্সি যাচ্ছে একটা—

[পরদা সরিয়ে দেখল]

ভূষণ আসছে। এসো ভূষণ।

[ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ ॥ তারপর কুন্তী দেবী, তোমার কি খবর? এ ক'দিন হারিকেন টুর দিয়ে বেড়িয়েছি। তোমার কাছে আসবার অবসর পাই নি। ইউ হ্যাভ ডান্ ওয়েল। তোমার নিমতার স্পীচ ম্যাগনিফিসেণ্ট হয়েছিল। ওখানে বোধহয় আমি সেণ্ট পারসেণ্ট ভোট পাব। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কুন্তী ॥ অন্য সেণ্টারগুলোর খবর কি?

ভূষণ ॥ ভালো খবর। জামুড়েতে দাঙ্গা হয়েছিল। কনিষ্ঠ আর তীর একটা 'মব' নিয়ে গিয়ে সেখানে ইট পাটকেল ছুঁড়ছিল। দুলালের মাথায় একটা ইট লেগেছে। পুলিশকে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছিল। তীর আর কনিষ্ঠ অ্যারেস্টেড। এখন তুমি কি নেবে বল—একটা জড়োয়ার হার যদি দিই—

কুন্তী ॥ [অভিমান ভরে] আমার কিচ্ছু চাই না। তোমাকে দুটো অনুরোধ করেছিলাম তার একটাও তুমি রাখ নি।

ভূষণ ॥ ওদের সঙ্গে তুমি নিজেকে জড়াচ্ছ কেন কুন্তী। ওরা আমাদের শত্রুপক্ষ। ওরা যদি জেতে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। ওদের ত্যাগ কর। এবার তুমি নমিনেশন পাবে। বাজে লোকের সঙ্গে মিশে তোমার আখের নষ্ট কোরো না।

কুন্তী ॥ ওরা বাজে লোক নয়, নমস্য লোক।

[ভূষণ চেয়ারে গিয়ে বসলেন। কুন্তী দাঁড়িয়ে রইল]

ভূষণ ॥ নমস্য লোক! ওদের সম্বন্ধে তাহলে কিছুই জান না তুমি। অমিতাভ এখানকার পুলিশের ভয়ে আসামে গিয়ে বসে' ছিল—মুগার ব্যবসার ছুতো করে'। তার এক বন্ধু ওখানে বড় পুলিশ অফিসার। সেই ওকে আগলাচ্ছিল। কিন্তু ক'দিন আগলাবে! ও ওখানে কি করত জান?

কুন্তী ॥ জানি। ব্যবসা ছাড়া গরীবদের পড়াবার জন্যে একটা নাইটস্কুল করেছিল।

ভূষণ ॥ পড়ানোটা একটা লোক দেখানো ব্যাপার। আসলে কি করত জান? সেখানে দেশ-বিদেশের বিদ্রোহীদের জীবনী পড়ে শোনাতো, গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সবাইকে উত্তেজিত করত, গীতার যে ব্যাখ্যা সেখানে শোনানো হোতো তা শুনলে তোমার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠবে। পুলিশের সন্দেহ ও সেখানে একটা রিভলিউশনারি গ্যাং তৈরি করছিল।

কুন্তী ॥ ওসব বাজে কথা। আমি শুনেছি ও সেখানে তাদের শুধু পড়াতো না, খেতেও দিত। ওদের মধ্যেই বাস করত—

ভূষণ ॥ সব জানি। কিন্তু অত লোককে খাওয়াতে হলে টাকার দরকার। সে টাকা ও পেতো কোথা থেকে?

কুন্তী ॥ ওর মুগার ব্যবসা ছিল।

ভূষণ ॥ সেটাও লোক দেখানো ব্যবসা। তাতে সামান্য আয় হত। সেদিন দাদাকে পাঁচশ' টাকা পাঠিয়েছে শুনলাম। কোথা থেকে পাচ্ছে এত টাকা? পুলিশের সন্দেহ ও আর সমর ঘোষাল ডাকাতি করে টাকা জোগাড় করে। সিংহাটিতে সাংঘাতিক ডাকাতি হয়েছে একটা। পুলিশের খবর ওরা তার মধ্যে ছিল। তোমাদের ওই ভৈরব বাবা একটা কক্ এণ্ড বুল স্টোরি বানিয়েছেন বটে কিন্তু পুলিশের চোখে ধূলো দেওয়া শক্ত। তুমি ওদের ছায়া মাড়িও না বলে দিচ্ছি। বিপদে পড়ে যাবে। ওরা টেরারিস্ট—ওরা সাংঘাতিক।

কুন্তী ॥ তাহলে তুমি আমার সঙ্গে মিশছ কোন্ সাহসে। তুমি তো জানতে গত রায়টের সময় আমি টেরারিস্ট হয়েছিলাম। রিভলভার দিয়ে মানুষ খুন করেছি। সে হিসেবে আমিও কম সাংঘাতিক নই।

ভূষণ ॥ তোমাকে যে সে পথ থেকে সরিয়ে নিজের দলে আনতে পেরেছি ওইটেই আমার জীবনের গর্ব।

কুন্তী ॥ [স-শ্লেষে] অপরের কাছে তুমি এ গর্ব কোরো আমার কাছে নয়। তুমি কেন আমার সঙ্গে মিশেছিলে, কেন আমাকে দলে টানতে চেয়েছিলে

তা আর কেউ না জানুক আমি জানি। আমার কাছে তুমি ওসব বড়াই কোরো না। অমিতাভ আর ধারা যাতে ছাড়া পায় সেই ব্যবস্থা কর। এইখান থেকেই ফোন কর থানায়।

ভূষণ ॥ ওরা আমার শত্রু, ওরা শয়তান। ওদের জন্যে আমি কিছু করতে পারব না।

কুন্তী ॥ [দৃঢ়কণ্ঠে] তোমাকে পারতেই হবে।

ভূষণ ॥ আমি পারব না কুন্তী। তাছাড়া ফোন করাও নিরাপদ নয়।

কুন্তী ॥ বেশ, তাহলে চিঠি লিখে দাও। এই নাও, কাগজ কলম।

[কাগজ কলম এগিয়ে দিল]

ভূষণ ॥ না, তা-ও পারব না।

কুন্তী ॥ তুমি কি সেই ব্যক্তি যে হাঁটু গেড়ে বসে' আমাকে বলেছিল কুন্তী তুমি আমার উপর কৃপা কর—?

ভূষণ ॥ (হেসে) কিন্তু কৃপা তো কর নি।

কুন্তী ॥ করি নি? তোমার মতো তৃতীয় শ্রেণীর লোকের জন্যে ক্যানভাস করে' বেড়াই নি? তুমি কি জানো না তুমি পাঁক? তোমাকে চন্দন বলে জন-সমাজে পরিচিত করে' তোমার জন্যে ভোট আদায় করেছে কে? আমি!

ভূষণ ॥ আমি কিন্তু নতজানু হয়ে যা চেয়েছিলাম তা পাই নি।

কুন্তী ॥ (রহস্যময় হাসি হেসে) পেতেও পার, যদি তুমি আমার এ অনুরোধটা রাখ।

ভূষণ ॥ [সাগ্রহে] পেতে পারি? কিন্তু এ অনুরোধ আমি যে রাখতে পারছি না কুন্তী। অমির নামে যে চার্জ আছে তা ভয়ংকর। আমি যদি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করি পুলিশ আমাকেই সন্দেহ করবে। ওটা আমি পারব না। তুমি আর যা চাও আমি দিতে রাজি আছি—যা চাও—

কুন্তী ॥ আমি আর কিছু চাই না। চিঠিটাই লিখে দাও।

ভূষণ ॥ কিন্তু ও চিঠি আমি লিখতে পারব না।

কুন্তী ॥ তোমাকে লিখতেই হবে।

ভূষণ ॥ মাপ কর, পারব না। একে বাঁচাবার জন্যে তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বুঝতে পারছি না।

কুন্তী ॥ কপালের দোষে আমাকে নীচ সংসর্গ করতে হয়েছে। কিন্তু মহৎকে প্রণাম করতে আমি ভুলি না—তাকে বাঁচাবার জন্যে প্রয়োজন হলে আমি প্রাণ দিতে পারি।

ভূষণ। কি বলছ তুমি কুন্তী!

কুন্তী ॥ ঠিকই বলছি। চিঠিটা তুমি লিখে ফেল।

ভূষণ ॥ না, ও চিঠি আমি লিখতে পারব না।

কুন্তী ॥ সত্যিই পারবে না?

ভূষণ ॥ না।

[কুন্তী টেবিলের ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা বের্ করে' সেটা ভূষণের দিকে উঁচিয়ে ধরল]

কুন্তী ॥ লেখ—তা না হলে—

ভূষণ ॥ তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি?

কুন্তী ॥ [সপদ দাপে] লেখ।

ভূষণ ॥ তোমার প্রাণের ভয় নেই?

কুন্তী ॥ আমি সারাজীবন ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কিছুমাত্র প্রাণের ভয় নেই। লেখ, তা না হলে তোমার মাথার খুলিটা এক্ষুণি উড়ে যাবে। লেখ বলছি।

ভূষণ ॥ অবনীবাবু কোথা?

কুন্তী ॥ সে চলে' গেছে। লেখ, লেখ, দেরি কোরো না। ওয়ান, টু—

ভূষণ ॥ কি মুশকিল! আচ্ছা, দাও—

[কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখে দিল]

নাও, তোমার অনুরোধ রাখলাম। এবার আমার অনুরোধটা নিশ্চয় রাখবে।

কুন্তী॥ (চিঠিটা বাউসের ভিতর রেখে) না, রাখব না। তুমি আমার অনুরোধ রাখ নি। যা করেছ, ভয়ে করেছ, প্রাণের ভয়ে। তুমি মানুষ নও, পশু। আমি জানি এর পর তুমি থানায় যাবে। যদি যাও, আমি এ চিঠি তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করব। ছাপিয়ে বিতরণ করব চতুর্দিকে। সহজে ছাডব না—

ভূষণ॥ যা খুশী বলে যাও। আমি প্রতিবাদ করব না। রাগলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায়। চল ও ঘরে চল। রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি।

[দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল]

কুন্তী॥ [একটু পিছিয়ে গিয়ে] গেট আউট।

[ভূষণ আরও এগিয়ে এল]

গেট আউট, গেট আউট। যদি এক্ষুনি বেরিয়ে না যাও আমি চেঁচিয়ে লোক জড় করব। গেট আউট প্লীজ [কপাট দেখিয়ে দিল]

ভূষণ॥ আমার বাড়ি থেকে তুমি আমাকেই তাড়িয়ে দেবে। অল রাইট। এর ফল ভোগ করতে হবে তোমাকে।

[রেগে বেরিয়ে গেল। কুন্তী রিভলভারটাও তার ব্লাউসের ভিতর রেখে দিল। একটু পরেই ভূষণের মোটর স্টার্ট করবার শব্দ হল]

কুন্তী॥ যাক্, পাপটা বিদেয় হ'ল। এবার অবনীশকে খুঁজে বার করতে হবে —কোথা গেল সে—

[হঠাৎ অবনীশের প্রবেশ। তার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত]

অবনীশ॥ কুন্তী, আমি থানায় বম ফেলেছি। পালাচ্ছি। যাবে তো চল আমার সঙ্গে। শিগগির চল—

কুন্তী॥ থানায় বম ফেলেছ! কি সর্বনাশ!

অবনীশ ॥ যা হোক্ কিছু একটা করে' অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এ জীবন আর সহ্য করতে পারছি না। যাবে আমার সঙ্গে? চল—

কুন্তী ॥ কোথা যাব?

অবনীশ ॥ কোথা জানি না—কিচ্ছু জানি না। যে পথে তুমি বরাবর আমার সঙ্গিনী ছিলে সেই পথেই যাচ্ছি আবার। যাবে তো চল। এই ভ্যাপসা দুর্গন্ধ বদ্ধ পরিবেশে আর আমি থাকতে পাচ্ছি না। চল পালাই।

[কুন্তী তবু নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু উত্তেজনায় তার চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধ'রে গেল]

চল, চল, চল, পুলিশ এক্ষুনি এসে পড়বে। ভাবছ কি, চল চল—

[কুন্তীর হাত ধ'রে টানতে টানতে তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যেরই অনুরূপ। জগদীশের বাড়ির সম্মুখ ভাগ। আরও কয়েক সারি বাল্ব শূন্যে ঝুলছে। পট উঠলে দেখা যাবে কেউ নেই। একটু পরেই দুলাল চৌকে এলেন। তাঁর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

দুলাল ভূষণবাবু, ভূষণবাবু।

[ভূষণ বেরিয়ে এল]

ভূষণ ॥ দুলাল। কি খবর ?

দুলাল ॥ [উদ্ভাসিত মুখে] এইমাত্র খবর পেলাম ভোট কাউণ্টিং হয়ে গেছে। আপনি হিউজ মেজরিটিতে জিতেছেন, অমিতাভর টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে একটা সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেছি। সেখানে যেতে হবে আপনাকে। আপনি একটা জামা গায়ে দিয়ে নিন।

[বাইরে শোনা গেল 'জয় ভূষণ বাবুর জয়' 'ভূষণ মল্লিক জিন্দাবাদ']

ওরা সব প্রসেশন করে আমার বাড়িতে যাচ্ছে। চলুন।

ভূষণ। এ সবের কি দরকার ছিল ?

দুলাল ॥ না, না, দরকার আছে বইকি। সম্বর্দ্ধনা ছাড়া আর একটা কাজও আমাদের করতে হবে। থানায় বম পড়েছে। সেই গোলমালের মধ্যে অমিতাভ ধারা তার মাধুবা সবাই পালিয়েছে। প্রকাশ্য সভায় এই হিংসাত্মক কাজের তীব্র নিন্দা করে একটা প্রস্তাব নিতে হবে। আপনিই সেটা উত্থাপন করবেন।

ভূষণ ॥ বেশ।

দুলাল ॥ তাহলে আর দেরি করবেন না। একটা ফর্সা খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে নিন। কাপড় আর গেঞ্জি তো ফরসাই আছে।

[ভূষণ ভিতরে চলে গেল। পিওনের প্রবেশ]

পিওন ॥ ভূষণবাবুর একটা চিঠি আছে।

দুলাল ॥ আমাকেই দাও, উনি এখনি আমার সঙ্গে বেরুবেন। জামা পরতে গেছেন। আমাকেই দাও, দিয়ে দেব।

[পিওন দুলালের হাতে চিঠি দিয়ে চলে গেল। একটু পরেই ভূষণ খদ্দরের পাঞ্জাবি ও চাদর গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এল]

দুলাল ॥ পিওন এই চিঠিটা দিয়ে গেল।

ভূষণ ॥ (চিঠিটি পড়ে') এ কি !

দুলাল ॥ কোন দুঃসংবাদ না কি।

ভূষণ ॥ তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। তোমারও এটা শোনা দরকার। আসলে তো তুমি সুজাতা কেমিক্যালসের মালিক। ডাক্তার গুপ্ত লিখেছেন—সুজাতা কেমিক্যালস্ কোম্পানির 'টাইফয়েড কিওর' ওষুধটায় কোন কাজ হচ্ছে না। সেখানে আমার ছেলে প্রসূনের টাইফয়েড হয়েছে, ডাক্তার গুপ্ত ওই ওষুধটাই দিচ্ছেন কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। অসুখ খুব বাড়াবাড়ির দিকে।

দুলাল ॥ তাই না কি ? আমি তো নির্দোষ। আপনি আমাকে বেনামদার করে' ব্যবসাটা ফাঁদলেন। আমার ওসবে ঢোকবার ইচ্ছে ছিল না। আমি চাল গমের ব্যবসা বুঝি, ওষুধ-টষুধের কিছু বুঝি না। কিন্তু আপনার অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না।

ভূষণ ॥ এখন কি করা যায় বল তো [একটু ভেবে] ঠিক আছে। টাইফয়েডের কিছু বিলিতি ওষুধ বাজার থেকে কিনে একজন লোকের হাত দিয়ে সেটা কানপুরে ডাক্তার গুপ্তের কাছে পাঠিয়ে দিই। কি বল ? চিঠিটা কবে লিখেছেন দেখি [চিঠিটা দেখলেন] গড্ ! দশদিন আগের তারিখ ! পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট হোপলেস। কানপুর থেকে দু'দিনে চিঠি আসে [সহসা] আমি মীটিংয়ে যাব না। কানপুরে যাব। আজই প্লেনে যেতে চাই।

ওষুধগুলো নিয়ে যাব—বাজারে ওষুধটা খুঁজতে হবে। বিলিতি ওষুধ—যত টাকা লাগে—খাঁটি ওষুধ আমার চাই-ই।

[টেলিগ্রাফ পিওনের প্রবেশ]

পিওন আপনার নামে একটা টেলিগ্রাম আছে।

ভূষণ ॥ টেলিগ্রাম!

[সই করে টেলিগ্রামটি নিল। পিওন চল গেল। টেলিগ্রামটি ত্বরিত হস্তে ছিঁড়ে সেটি পড়ে আর্তনাদ করে উঠল ভূষণ]

ভূষণ ॥ একি হ'ল দুলাল? আ—আমি তো—

[বিহ্বল হযে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর কাঁপতে কাঁপতে বসে' পড়ল]

দুলাল ॥ [উদ্বিগ্ন] কি হ'ল, কি হল—

ভূষণ ॥ [সম্মুখের দিকে উদাস নেত্রে চেয়ে রইল, তার পর বলল] প্রসূন মারা গেছে।

দুলাল ॥ (স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ক্ষণকাল পরে) মারা গেছে?

ভূষণ ॥ আমারই ওষুধ খেয়ে মারা গেছে। আমারই ওষুধ খেয়ে!

দুলাল ॥ (কিছু পরে) ভূষণ বাবু, চলুন, ঘরে চলুন।

ভূষণ ॥ [বিহ্বল ভাবে] কি বললে? ঘরে যাব?

[ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল]

না—না ঘরে যাব না। ভাল খাঁটি ওষুধ নিয়ে আমায় কানপুরে যেতে হবে। কানপুরে—

দুলাল ॥ কানপুরের ট্রেণ তো রাত্তিরে।

ভূষণ ॥ না—না ট্রেণে যাব না। প্লেনে—প্লেনে যেতে হবে আমায়—নইলে তার সঙ্গে দেখা হবে না—দেখা হবে না।

[দ্রুত প্রস্থান]

দুলাল। ভূষণবাবু, ভূষণবাবু।

[পিছনে পিছনে প্রস্থান। দারোগার প্রবেশ]

দারোগা ॥ [জগদীশের দ্বারে টোকা দিলেন। তার পর ডাকতে লাগলেন] জগদীশবাবু। জগদীশবাবু—

[বাইরের দিকে চেয়ে] তোমরাও ভিতরে এস।

[পাড়ার কয়েকজন লোক ও দু'জন পুলিশ কনস্টেবল প্রবেশ করল। রতনও বেরিয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে]

দারোগা ॥ [রতনকে] জগদীশবাবু বাড়িতে আছেন?

রতন ॥ আছেন।

দারোগা ॥ ডেকে দাও তাঁকে।

[রতন ভিতরে গিয়ে জগদীশবাবুকে ডেকে নিয়ে এল। পিছনে পিছনে মালতীও এলেন]

জগদীশ ॥ কি চান?

দারোগা ॥ আপনার ছেলে অমিতাভ থানা থেকে পালিয়েছে। তার খবর কিছু জানেন?

জগদীশ ॥ জানি, কিন্তু বলব না।

দারোগা ॥ থানায় বম্ পড়েছে, শুনেছেন?

জগদীশ ॥ শুনেছি।

দারোগা ॥ আমরা খবর পেয়েছি আপনার বাড়িতে একটা ল্যাবরেটারি আছে। আমাদের সন্দেহ সেখানে বম তৈরি হয়। পাড়ার লোক প্রায়ই দুমদাম্ আওয়াজ শুনেছে আপনার বাড়ি থেকে। আপনাদের সকলকে অ্যারেস্ট করবার ওয়ারেণ্ট নিয়ে আমি এসেছি। আপনার বাড়িতে আমরা তালা লাগিয়ে সীল করে দেব। পরে বাড়ি সার্চ হবে।

জগদীশ ॥ বেশ, শুনে সুখী হলাম।

দারোগা ॥ আপনার ছেলের খবর কিছু বলবেন না?

জগদীশ ॥ না। একটা খবর বলতে পারি—রাজা কংস যখন ভদ্রলোকদের

উপর অত্যাচার করছিল তখন তার কারাগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ! বন্দিনী দেবকী প্রসব করেছিলেন তাঁকে।

দারোগা ॥ [মালতীকে] আপনিও বলবেন না ?

মালতী ॥ আমি ? আমি আর কি বলব। এইটুকু শুধু বলতে পারি ও ভালো ছেলে, আপনারা ওকে চিনতে পারেন নি।

দারোগা ॥ আপনারা ক'জন আছেন ?

জগদীশ ॥ আমরা দু'জন, আর রতন।

দারোগা ॥ তিনজনকেই আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

জগদীশ ॥ বেশ (মালতীকে) মায়ের আগমন আসন্ন। প্রণাম কর [উভয়ে প্রণাম করলেন]

দারোগা ॥ (কনস্টেবলদের) বাড়ির কপাট তোমরা সীল করে' দাও।

জগদীশ ॥ [রতনকে] রতন, সুইচ্‌টা অন ক'রে দে এবার। [রতন ভিতরে চলে গেল। সমস্ত বাল্‌বগুলি জলে উঠতেই দারোগা হকচকিয়ে গেলেন]

দারোগা ॥ হঠাৎ এত আলো জ্বাললেন কেন ?

জগদীশ ॥ তা আপনার মাথায় ঢুকবে না। চলুন।

[তিনজনকে নিয়ে দারোগা চলে গেলেন। কনস্টেবলরা বাইরের কপাটে একটা তালা লাগিয়ে দিল। বাইরে থেকে ভৈরব বাবার উদাত্ত কণ্ঠস্বর লাউড স্পীকারে শোনা গেল]

ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত খড়্গ যার দানবের শোণিতে চর্চ্চিত
যার কণ্ঠে মুণ্ডমালা ভণ্ড মানবের
মূর্তিমতী যে তাড়না ইতিহাসে হয়েছে অর্চ্চিত
শোনা যায় ফের
তাহারই চরণ-ধ্বনি মনুষ্যত্ব-শ্মশান-শিয়রে
বিদ্যুৎ-বিক্ষত-নভ আনন্দে ও শঙ্কায় শিহরে।

যবনিকা